রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২৩, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং/১১ই ফাল্গুন ১৪০৩ বাং

এস, আর, ও নং ৪৬-আইন/৯৭/শ্রওজ/শা-৯/রায়-২/৯৪/(অংশ)—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নে উল্লেখিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২
১। আই, আর, ও মামলা নং	৫২/৯৪
২। আই, আর, ও মামলা নং	৫৩/৯৪
৩। অভিযোগ মামলা নং	১৫/৯৫
৪। আই, আর, ও মামলা নং	৪৯/৯৬

মূল্য ঃ টাকা ১৫.০০

১	২
৫। আই, আর, ও মামলা নং	৫১/৯৬
৬। আই, আর, ও মামলা নং	৬৪/৯৬
৭। আই, আর, ও মামলা নং	৫০/৯৬
৮। আই, আর, ও মামলা নং	৪৬/৯৬
৯। অভিযোগ মামলা নং	১৪/৯৫
১০। আই, আর, ও মামলা নং	৫৩/৯৬
১১। আই, আর, ও মামলা নং	০২/৯৬
১২। অভিযোগ মামলা নং	১০/৯৫
১৩। আই, আর, ও মামলা নং	৪৫/৯৩
১৪। অভিযোগ কেস নং	১৫/৯৪
১৫। অভিযোগ কেস নং	১৬/৯৪
১৬। আই, আর, ও মামলা নং	৪১/৯৬
১৭। আই, আর, ও মামলা নং	৩৮/৯৬
১৮। আই, আর, ও মামলা নং	৪৮/৯৬
১৯। আই, আর, ও মামলা নং	৪৭/৯৬
২০। আই, আর, ও মামলা নং	৫৭/৯৬
২১। আই, আর, ও মামলা নং	৬০/৯৬
২২। আই, আর, ও মামলা নং	৬১/৯৬
২৩। আই, আর, ও মামলা নং	৫০/৯৪
২৪। আই, আর, ও মামলা নং	১৫/৯৫
২৫। আই, আর, ও মামলা নং	৫১/৯৪
২৬। আই, আর, ও মামলা নং	৭০/৯৩
২৭। আই, আর, ও কেস নং	৩৫/৯৪
২৮। আই, আর, ও মামলা নং	৭১/৯৬
২৯। আই, আর, ও মামলা নং	৬২/৯৬

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং-৫২/৯৪

মোঃ রুস্তম আলী, প্রাক্তন কনিষ্ঠ করনিক, রংপুর চিনিকল,
পিতা মনির উদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম বুজরুক মুনদিয়া,
থানা কালিগঞ্জ, পোঃ ঘর্ধরায়গ্রাম, জেলা ঝিনাইদহ—প্রার্থী।

বনাম

(১) মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস),
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

(২) ম্যানেজার (কৃষি), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

(৩) ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

(৪) ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

(১) জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী—প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।

(২) জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান—প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ রুস্তম আলীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকলের ১৩-১২-৮৯ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করনিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং প্রতি বৎসর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরু হইবে মর্মে প্রার্থী জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব বৎসরের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীকে নিয়োগ পত্র না দেওয়ায় তিনি তাহাকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে, সময় হইলেই আপনাকে লওয়া হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরও উক্ত মর্মে কোন আদেশ না পাইয়া প্রার্থী ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরনের আবেদন

করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীকে জানান যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীকৃত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষগণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রার্থীকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষু ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলি পূর্ববৎ চালু রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ৫৩ জন এবং তাহাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থী ১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০—৯১ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নূতন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীর উপর প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মরত ছিল। উক্ত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ১ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগ্নেয় হইতেছেন। চলতি মৌসুমে প্রার্থীকে নিয়োগ না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থী ১১ই নভেম্বর মিল চালু হইবার ১ মাস পূর্ব হইতে এবং মিল চালু হইবার ২৪ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে, প্রার্থীকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থী তাহাকে চাকুরীতে এবং স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১—৪ নং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীর মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীর অত্র মামলা আকারে রক্ষণীয় নহে, প্রার্থীর মামলা করিবার কোন কারন নাই, প্রার্থী আদৌ কোন শ্রমিক নহেন এবং অত্র মামলা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপুর চিনিকলের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রংপুর চিনি কল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্থায়ী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রার্থী কখনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্থায়ী/স্থায়ী/মাষ্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তিনি আদৌ কোন শ্রমিক নহেন। মিলে মাড়াই মৌসুম শুরু হইলে জরুরী কাজের চাপে অস্থায়ী ও স্থায়ী শ্রমিকদের দ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তুকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক স্বার্থে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইতে তাহারও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌসুম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসুম শেষে তিনি আপনাআপনি বাদ পড়িয়া যান। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উক্তরূপ কাজের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের শিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২২৪ নং স্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রার্থীকেও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ই আর/এম এফ/বাচিপ্রফে-১২/অংশ/২৫৫ নং সূত্রের দপ্তর আদেশ

মোতাবেক বি, এস, এফ, আই, সি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ তারিখে ফেডারেশনের পেশকৃত দাবীসমূহ পুনঃ পর্যালোচনার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সুপারিশ কর্পোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমূহে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে।' ভবিষ্যতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজুয়াল চাকুরীর সুযোগ নাই এবং কোন শূন্য পদ পূরণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষগণ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশে প্রার্থীসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজুয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৩-১০-৯৪ ইং তারিখের এডিএম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপুর সুগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবল-সমূহ বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দপ্তরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পূর্বের অনুমোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। সুতরাং জনবল কমাইয়া নূতন সেটআপের অনুকূলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া নূতন করিয়া জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সুতরাং অত্র মামলা খরচাসহ নামঞ্জুর হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শুধু প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা যাহা প্রদর্শন—১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শন-২ হইল ২ নং প্রতিপক্ষের ১৫-২-৯০ ইং তারিখের ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর লিখিত একখানা সুপারিশনামার ফটোষ্ট্যাট কপি। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৯-১-৯০ ইং তারিখ হইতে তাহাদের চিনিকল খামারে ওজন করনিক হিসাবে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমের জন্য নৈমিত্তিক ভিত্তিতে নিয়োগ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত প্রদঃ-২ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৬০ দিনের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করার অনুমোদন প্রদান করেন। প্রদঃ-১ হইল রংপুর চিনিকলের খামার ব্যবস্থাপকের ৩-৩-৯০ ইং তারিখের ২ নং প্রতিপক্ষ বরাবর "দৈনিক ওজন করনিক এর অনুমোদন প্রসংগে" লিখিত সুপারিশ। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থী রংপুর চিনিকলে ১-১-৯০ ইং হইতে ১-৩-৯০ ইং পর্যন্ত ৬০ দিন দৈনিক ওজন করনিক হিসাবে কাজ করায় খামার ব্যবস্থাপক তাহা অনুমোদন প্রদান করিলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহা অনুমোদন করেন। প্রদঃ-৩

হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ১৯৯০-৯১ মৌসুমে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে ১-১১-৯০ হইতে ৮৯ দিন কাজ করেন। প্রদঃ-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ইং ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌসুমে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রদঃ-৬ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থীসহ আরও কিছু করনিককে ইং ১৩-১১-৯২ তারিখে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে কাজে যোগদানের জন্য বলা হয়। প্রার্থীর দাখিলী কাগজপত্র হইতে এবং তাহার মামলার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় তাহাকে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থীর নিয়োগ কোনরকমেই অস্থায়ী বা স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নহে এবং তাহাকে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থী এই নিয়োগের অতিরিক্ত প্রতিপক্ষের চিনিকলে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন মর্মে কোন উক্তি করেন নাই বা কাগজপত্র দিয়া প্রমাণ করেন নাই।

প্রার্থীর বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থী ও আরও কিছু নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান না করায় তিনি প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে লোকবল কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগদান করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই দপ্তরাদেশ মোতাবেক প্রার্থীসহ অন্যান্যদের ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করা হয় নাই। উক্ত দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌসুম/নৈমিত্তিক পদে নূতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ন্যূনতম ২০% হারে হ্রাস করিতে হইবে এবং সুষ্ঠু তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষগণ এর মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রার্থীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রার্থীকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রার্থী স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তিনি মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন নাই এবং তিনি দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মৌসুমে শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হ্রাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থীসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সনের মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রার্থীসহ অন্যান্য কিছু লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রার্থী তাহার অভিযোগ মতে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রার্থী তাহার মূল আবেদনের ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে তিনি গত ৫ বৎসর হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাকে হঠাৎ করিয়া কর্মচ্যুতি চলতি বিধান মতে অন্যায় ও বেআইনী হইতেছে। প্রার্থীর বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থীর আর চাকুরীর বয়স সীমা নাই, যাহার ফলে তিনি যে কোন স্থায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি প্রার্থীকে তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীকে রংপুর সুগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ আখ মাড়াই মৌসুমে (৪ বছর) দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত্র মামলার শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর অক্টোবর এর শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই মৌসুম শুরু হয় এবং তাহা পরবর্তী বৎসরের মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌসুম শেষ হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থী ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের জন্য নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন এবং তাহার নিয়োগ স্থায়ী/অস্থায়ী/ক্যাজুয়াল ছিল না। তাহার নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। সুতরাং প্রার্থী যে কোন সময় তাহার কাজ বন্ধ করিয়া তাহার সুবিধামত স্থায়ী নিয়োগ পত্র পাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে তিনি দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ পত্র পাইয়া তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগ দান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থী তাহার প্রতিকার হিসাবে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থী অত্র মামলায় তাহার বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশকমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে অত্র মামলা করেন। প্রার্থী প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারা মতে প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থীর প্রার্থনা অনুসারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাই তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল সুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপরদিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বরখাস্তকৃত ও চাকুরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ তাহদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষে স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রার্থীসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থী প্রতিপক্ষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ (ইং ২২-১০-৯২ তারিখে প্রদত্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। সুতরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রার্থীর মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্ত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রার্থী রংপুর

সুগার মিলের মহা-ব্যবস্থাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। প্রার্থী বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের স্থায়ী আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অত্র মামলায় পক্ষ না করায় প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অত্র মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন একটি আবশ্যকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীর অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোস্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থী উক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থী পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীসহ কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থী এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাহার কনিষ্ঠ কর্মচারীকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ মত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌসুমী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছে এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীসহ অন্যান্য মৌসুমী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রার্থী অত্র মামলায় তাহার প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলা রক্ষণীয় মর্মে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাহার প্রার্থনা মোতাবেক তিনি কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচ্য বিষয়টি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার, ৬ই নভেম্বর/১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং-৫৩/৯৪

১। সাইফুল ইসলাম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
আমবাগান কেন্দ্র, গ্রাম শ্রীপতিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২। মোঃ আমিনুর রহমান,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মেইলগেট সেন্টার, গ্রাম ও থানা বামনডাংগা, জেলা গাইবান্ধা।

৩। মোঃ আব্দুল হাদি,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম আকাড় গাড়িয়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

৪। মোঃ নূরুল আমিন,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
চৌধুরানী সেন্টার, গ্রাম উলিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৫। মোঃ মাহবুবুর রহমান,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
পলাশবাড়ী সেন্টার, গ্রাম চকদাড়িয়া, থানা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

৬। মোঃ মসিউল হক,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
চাঁদপুর সিংগা সেন্টার, গ্রাম জীবনপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৭। মোঃ আবুল কাশেম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
চাঁদপুর সিংগা সেন্টার, গ্রাম ও থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৮। এম, এন, নবিবর হোসেন,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
রানীর পাড়া সেন্টার, গ্রাম কলাকাটা হামছা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৯। এ, টি, এম, মাহবুবুল আলম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম কামারপাড়া, থানা সোনাতলা, জেলা বগুড়া।

১০। এ, কে, এম, জালাল উদ্দিন,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
তেলকুপি সেন্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১১। মোঃ খোরশেদ আলম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
গুজিয়া সেন্টার, গ্রাম খিড়িবাড়ী, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১২। মোঃ রফিকুল ইসলাম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মিলগেট সেন্টার, গ্রাম ওছমানি পাড়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবন্ধা।

১৩। মোঃ জহরুল ইসলাম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মিলগেট সেন্টার, গ্রাম পুনতাইড়, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১৪। মোঃ জয়নুল আবেদীন,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
জুমারবাড়ী সেন্টার, গ্রাম গোপালপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১৫। ওহেদুজ্জামান,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
বরালিয়া সেন্টার, গ্রাম মকন্দপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১৬। মোঃ খোকা সরকার,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মালঞ্চা সেন্টার, গ্রাম শিবপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১৭। মোঃ সামছুল আলম প্রধান,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মোকামতলা সেন্টার, থানা—ঐ, জেলাঐ।

১৮। মোঃ হাফিজুর রহমান,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মিলস গেট বি-সেন্টার, গ্রাম কুমিড়াডাংগা, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

১৯। মোঃ রাজা মিয়া আকন্দ,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
পাঠানপাড়া সেন্টার, গ্রাম গোপালপুর, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২০। মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
মিলস গেট-বি সেন্টার, গ্রাম পুনতাইড়, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২১। মোঃ এন্তাজুর রহমান (এন্তাজ),
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
রানীগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম পুনতাইড়, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২২। মোঃ আঃ মজিদ,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
কাইয়াগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম মালঞ্চা, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২৩। মোঃ ইউনুছ আলী,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
চাপড়ীগঞ্জ সেণ্টার, গ্রাম মাস্তা, থানা ঐ, জেলা—ঐ।

২৪। মোঃ গোলাম মোস্তফা,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
গাংনগর সেণ্টার, গ্রাম ভাগকাজী, থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২৫। মোছাঃ আবিজা বেগম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
গ্রাম শ্রীপতিপুর (মাষ্টারপাড়া), থানা—ঐ, জেলা—ঐ।

২৬। মোছাঃ শাহিমা বেগম,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
স্বামী ওবায়দুল্লাহ, গ্রাম কোলকোন্দ, থানা গংগাচড়া, জেলা রংপুর।

২৭। মোছাঃ নাজমা বানু,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
স্বমী তোবারক হোসেন, গ্রাম শ্রীপতিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২৮। মোছাঃ নাজমা পারভীন,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
গ্রাম ফলিয়া, থানা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

২৯। মোঃ আঃ মজিদ,
প্রাক্তন কনিষ্ঠ করণিক, রংপুর চিনিকল,
গ্রাম মালঞ্চা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—**প্রার্থীগণ।**

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস),
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২। ম্যানেজার (কৃষি), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষগণ।**

১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী—প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান—প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকলের ইং ১০-১২-৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েন এবং প্রতি বৎসর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় ইং ৯-১১-৯১ তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরু হইবে মর্মে প্রার্থীগণ জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব বৎসরের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীদেরকে নিয়োগপত্র না দেওয়ায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে, সময় হইলেই সবাইকে দেওয়া হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরেও উক্ত মর্মে কোন আদেশ না পাইয়া প্রার্থীগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরণের আবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে জানান যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীকৃত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষগণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রার্থীগণকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষু ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলি পূর্ববৎ চালু রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ৫৩ জন এবং তাহাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০—৯১ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নূতন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মরত ছিলেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগ্নেয় হইতেছেন। চলতি মৌসুমে প্রার্থীগণকে নিয়োগ দান না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থীগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালু হইবার ১ মাস পূর্ব হইতে এবং মিল চালু হইবার ২৪ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে প্রার্থীদেরকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থীগণ তাহাদেরকে চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশকমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১-৪ নং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীগণের অত্র মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রার্থীগণের মামলা করিবার কোন কারণ নাই, প্রার্থীগণ আদৌ কোন শ্রমিক নহেন এবং অত্র মামলা পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপুর চিনিকলের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রংপুর চিনিকল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক

পদে অস্থায়ী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রার্থীগণ কখনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্থায়ী/স্থায়ী মাষ্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা আদৌ কোন শ্রমিক নহেন। মিলে মাড়াই মৌসুম শুরু হইলে জরুরী কাজের চাপে অস্থায়ী ও স্থায়ী শ্রমিকদের দ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তুকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক স্বার্থে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইলে তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌসুম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসুম শেষে তাহারা আপনাআপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উক্তরূপ কাজের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রার্থীগণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের শিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২১৪ নং স্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রার্থীগণেরও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ইআর/এমএফ/বাচিশ্রফে-১২/অংশ/২৫৫ নং সূত্রের দপ্তর আদেশ মোতাবেক বি এস এফ আই সি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশকৃত দাবীসমূহ পুনঃ পর্যালোচনার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সুপারিশ কর্পোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমূহে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজুয়াল চাকুরীর সুযোগ নাই এবং কোন শূন্য পদ পূরণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষগণ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজুয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ইং ২-৩-৯৩ তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২৩-১০-৯৪ তারিখের এডিএম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপুর সুগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবল সমূহ বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইং ২১-৬-৯৫ তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দূতরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পূর্বের অনুমোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। সুতরাং জনবল কমাইয়া নূতন সেটআপের অনুকূলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া নূতন করিয়া জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সুতরাং অত্র মামলা খরচাসহ নামঞ্জুর হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শুধু প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন-১, ২,-২(ফ), ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ১০-১২-৮৯ তারিখে রংপুর সুগার মিলে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দৈনিক হাজিরায় কিছু করণিক ও পুর্জি লেখক/লেখিকা এবং পুর্জি বিতরণকারী পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হইবে মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। প্রদঃ-২-২(ফ) হইল প্রার্থীগণের নিয়োগ পত্র। প্রদঃ-২-২(ফ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১—৫, ৭—১১, ১৩, ১৪, ১৬—২১ ও ২৫—২৮ নং প্রার্থীগণকে (সর্বমোট ২৩ জনকে) তাহার দপ্তরাদেশ মূলে ১৯৮৯-৯০ মাড়াই মৌসুমে আখ ক্রয় কেন্দ্রে যোগদানের তারিখ হইতে দৈনিক ৪০ টাকা বেতনে কনিষ্ঠ করণিক/পুর্জি লেখক হিসাবে কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করেন। প্রার্থীগণ অপরাপর প্রার্থীগণের ১৯৮৯-৯০ মাড়াই মৌসুমের জন্য কোন নিয়োগ পত্র দাখিল করেন নাই বা তাহারা ঐ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন মর্মে কোন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদঃ-৩ হইল ২ নং প্রতিপক্ষের ইং ১-২-৯০ তারিখের দপ্তরাদেশ। প্রদঃ-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ৫, ১০ ও ১১ নং প্রার্থীকে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কনিষ্ঠ করণিক ও পুর্জি বিতরণকারী হিসাবে পোস্টিং প্রদান করেন। প্রদর্শন৪—১৪ হইল ১ নং প্রতিপক্ষের বিভিন্ন তারিখের দপ্তরাদেশ। উক্ত দপ্তরাদেশ সমূহ (প্রদঃ-৪—১৪) হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি কিছু কিছু প্রার্থীগণকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু ক্রয় কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এবং ঋণ আদায়ের স্বার্থে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ প্রদান করেন। এই সকল বিষয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু কিছু প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করিয়াছেন। তাহাদের কার্য কখনও অস্থায়ী বা স্থায়ী নহে।

প্রার্থীগণের বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণ ও আরও কিছু পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান না করায় তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাদেরকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তাহারা অত্র মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে লোকবল কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগ দান করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ইং ২২-১০-৯২ তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারক বলে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই দপ্তরাদেশ মোতাবেক প্রার্থীগণ সহ অন্যান্যদের ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করা হয় নাই। উক্ত দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌসুমী/নৈমিত্তিক পদে নূতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ন্যূনতম ২০% হারে হ্রাস করিতে হইবে এবং সুষ্ঠু তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রার্থীগণ ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রার্থী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে প্রার্থীগণকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর

ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময়-সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রার্থীগণের কেহই স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হ্রাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থীগণসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি যে প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্য কিছু লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের অভিযোগ মতে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রার্থীগণ তাহাদের মূল আবেদন পত্রের ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, তাহারা গত ৫ বৎসর হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদেরকে হঠাৎ করিয়া কর্মচ্যুতি চলতি বিধান মতে অন্যায় ও বেআইনী হইতেছে। প্রার্থীগণের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থীগণের আর চাকুরীর বয়সসীমা নাই, যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীগণকে রংপুর সুগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ আখ মাড়াই মৌসুমে (৪ বছর) দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত্র মামলার শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর অক্টোবরের শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই মৌসুম শুরু হয় এবং তাহা পরবর্তী বৎসরে মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌসুম শেষ হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থীগণ যাহারা ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের জন্য নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ স্থায়ী/অস্থায়ী/ক্যাজুয়াল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। সুতরাং প্রার্থীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের সুবিধামত স্থায়ী নিয়োগপত্র পাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের প্রতিকার হিসাবে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশকমূলে আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে অত্র মামলা করেন। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারা মতে প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থীগণের প্রার্থনা অনুসারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকরীর সকল সুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপরদিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বরখাস্তকৃত ও চাকরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সুতরাং উপরের

আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রার্থীগণসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ (ইং ২২-১০-৯২ তারিখে প্রদত্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নাই। সুতরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রার্থীগণের অত্র মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্তু বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রার্থীগণ রংপুর সুগার মিলের মহা-ব্যবস্থাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। প্রার্থীগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের স্থায়ী আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অত্র মামলায় পক্ষ না করায় প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অত্র মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন একটি আবশ্যকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীগণের অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থীগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থীগণ উক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থী পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীসহ কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ মত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌসুমী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য মৌসুমী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলা রক্ষণীয় মর্মে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচ্য বিষয়টি প্রার্থীগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।

২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

শনিবার, ২রা নভেম্বর/৯৬

অভিযোগ মামলা নং ১৫/৯৫

মোঃ হযরত আলী, পিতা মৃত হোসেন আলী,
সাং সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় (নূতন ভবন), হাফরাস্তা, নাটোর--**প্রার্থী**।

বনাম

১। মোঃ আলীউজ্জামান (মুকুল), পিতা মৃত নওশের আলী,

২। ম্যানেজার এম, এ, করিম, পিতা রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ,
ভেনাস প্রিণ্টার্স এণ্ড কালার্স, আলাইপুর, নাটোর--প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব শাহ মোঃ কামাল চৌধুরী, প্রার্থীপক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ হযরত আলীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১২-৪-৯৩ ইং হইতে সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিন্টার্স এণ্ড কালার্স' এ চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতিপক্ষ ৫-৩-৯৫ ইং তারিখের প্রার্থীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি ১০-৩-৯৫ ইং তারিখে কারণ দর্শান। কর্তৃপক্ষ পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে ১৩-৩-৯৫ ইং তারিখে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিলে প্রার্থী পুনরায় ২১-৩-৯৫ ইং তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানো নির্দেশের জবাব প্রদান করেন। মালিক কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করায় এবং তাহার পাওনা টাকা প্রদান না করায় তিনি সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া বরাবর একটি আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) ৫-৪-৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট একটি পত্র মারফত জানান যে, প্রার্থীকে জুন, ১৯৯৪ হইতে মার্চ, ১৯৯৫ পর্যন্ত বেতন পরিশোধ না করিয়া সাময়িক বরখাস্ত করায় তাহা বেআইনী এবং ৭ দিনের মধ্যে কেন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইবে না মর্মে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) এর আদেশ অমান্য করিয়া প্রার্থীকে ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখে বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং বলেন যে প্রার্থীর কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক নহে। ১৯৯৩ সনের ২৩শে ডিসেম্বর এর নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন অনুযায়ী প্রার্থীর মাসিক বেতন ৫০০ টাকার স্থলে ১৩২০ টাকা হইয়াছে। তাই মালিক পক্ষ প্রার্থীকে চাকুরীতে রাখিবেন না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন। গত ১৯-১১-৯৪ তারিখে নাটোর জেলার প্রেস মালিকগণ ও শ্রমিকগণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন। উপ-প্রধান পরিদর্শক জনাব এম, এ, সাত্তার এর উপস্থিতিতে ও নাটোর জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতির মধ্যস্থতায় একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় যাহা ভেনাস প্রিন্টার্স ও কালার্স কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন এবং সেই চুক্তি মোতাবেক প্রার্থীকে শুধু ১৯৯৫ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন প্রদান করেন এবং চুক্তি মোতাবেক অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করেন নাই। তাই প্রার্থী চাকুরীতে পুনর্বহাল ও বকেয়া বেতনাদি পাওনার জন্য অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ এম, এ, করিম ও জনৈক আলী আকবর খান যৌথভাবে একখানি বর্ণনা পত্র দাখিল করেন এবং ম্যানেজার এম, এ, করিম (প্রতিপক্ষ) অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, অত্র মামলা অত্যাকারে অচল এবং অত্র মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট, কারণ প্রকৃত মালিককে অত্র মামলায় পক্ষ করা হয় নাই।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রার্থী প্রথমে চুক্তিভিত্তিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার চাকুরীরত থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর কার্যাদিতে জড়িত থাকায় তাহাকে ইং ৫-৩-৯৫ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী ইং ১০-৩-৯৫ তারিখে কারণ দর্শাইলে তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রার্থীকে ১৭-৫-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থীর প্রতিপক্ষের নিকট কোন বেতনাদি পাওনা নাই। প্রার্থী একজন রিকসা চালক এবং তাহার রিকসার লাইসেন্স নং ৫৫৩ এবং তাহার রিকসা ইউনিয়নের সদস্য নং১১৬৭। প্রার্থী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা করিয়াছেন। তাই অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে পুনঃবহাল ও বকেয়া বেতনাদি পাইতে অধিকারী কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী পক্ষে প্রার্থী নিজেকে ১নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শন ১—১(ক), ২, ৩—৩(ক), ৪, ৫—৫(ক), ৬—৬(ক) ও ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহাদের পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র ক-ক(১) প্রদর্শন চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

স্বীকৃত মতে প্রার্থী হযরত আলী প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিন্টার্স এন্ড কালার্স' প্রতিষ্ঠানে সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে কাজ করিতেন এবং তাহাকে কারণ দর্শাবার নোটিশ প্রদান করা হয়। প্রার্থী কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ উক্ত জবাব সন্তোষজনক নহে মর্মে বিবেচনা করিয়া প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখের আদেশ (প্রদঃ-৫) বলে বরখাস্ত করেন।

প্রতিপক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, প্রার্থী হযরত আলী একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত রিকসা চালক এবং তিনি প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক কাজ করিতেন। প্রার্থী কি ধরণের চুক্তিতে প্রতিপক্ষের 'ভেনাস প্রিন্টার্স এন্ড কালার্স' এ চাকুরী করিতেন তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা প্রতিপক্ষ বর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই। তবে প্রার্থীকে (১নং সাক্ষীকে) জেরাকালে প্রতিপক্ষে সাজেশন দেওয়া হয় যে, প্রার্থী রিকসা চালক থাকিয়া চুক্তিরভিত্তিতে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেন। প্রদর্শন-১ হইল প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে দেওয়া ইং ৫-৩-৯৫ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ। উক্ত নোটিশ (প্রদঃ-১) এ উল্লেখ করা হয়, "(৪) আপনী অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও নৈমিত্তিক কর্মচারীর ন্যায় চলাফেরা করে আসছেন।" প্রদঃ-৩ হইল প্রতিপক্ষের ইং ১৩-৩-৯৫ তারিখের প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ। উক্ত নোটিশ (প্রদঃ-৩) এ উল্লেখ করা হয়, "(৯) আপনী একজন নিয়মিত রিকসা চালক। পূর্ণ মজুরী কমিশন ঘোষিত বেতন কাঠামো প্রদানের পর আপনাকে নিয়মিত করা হয় এবং . . . .।" উক্ত নোটিশদ্বয় (প্রদঃ-১ ও ৩) হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নিয়মিত কর্মচারী ছিলেন। প্রতিপক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন যে, "দরখাস্তকারী প্রথমে চুক্তিভিত্তিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন।" প্রতিপক্ষ স্বীকার করেন যে, প্রার্থী প্রথমে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পরে প্রতিপক্ষ তাহাকে কিভাবে নিযুক্ত করিলেন তাহা বর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষের নোটিশ (প্রদঃ-১) এ প্রার্থীকে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং নোটিশ (প্রদঃ-৩) এ প্রার্থীকে পরবর্তীকালে নিয়মিত করা হয় মর্মে প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি আছে। প্রতিপক্ষের দেওয়া নোটিশদ্বয় (প্রদঃ১ ও ৩) হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নিয়মিত সহকারী মেশিনম্যান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং প্রার্থী একজন রিকসা চালক বা চুক্তি-ভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী এই ধরণের উক্তি প্রতিপক্ষের মুখে শোভা পায় না। উপরের আলোচনার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন নিয়মিত কর্মচারী ছিলেন।

উভয় পক্ষের বর্ণনা মতে এবং প্রতিপক্ষের দেওয়া কারণ দর্শাইবার নোটিশ (প্রদঃ১ ও ৩) ও প্রার্থীর জবাব (প্রদঃ-২ ও ৪) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করিলে প্রার্থী তাহার জবাব প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের বরখাস্ত আদেশ (প্রদঃ-৫) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষের ইং ৫-৩-৯৫ ও ১৩-৩-৯৫ তারিখের পত্রের (নোটিশ) জবাব সন্তোষজনক নহে বিধায় প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরাখাস্ত করা হয়। অত্র বরখাস্ত আদেশ (প্রদঃ-৫) হইতে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন তদন্ত ছাড়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব করিবার পর কোন তদন্ত কমিটি বা তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন তদন্ত করিয়াছেন মর্মে কোন কথা প্রতিপক্ষ বলেন নাই। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন তদন্ত ছাড়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কোন তদন্ত ছাড়া প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করায় প্রতিপক্ষ বিধিবদ্ধ আইন লংঘন করিয়াছেন এবং তাই প্রতিপক্ষের বরখাস্ত আদেশ আইনের চোখে মূল্যহীন।

প্রার্থী তাহার মূল আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৪ সনের জুন হইতে ১৯৯৫ সনের মার্চ পর্যন্ত বেতন প্রদান করা না হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করেন এবং তিনি প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর বেতন প্রদান করিবার নির্দেশ দেন। পরে প্রতিপক্ষসহ অন্যান্য প্রেস মালিকগণের সহিত শ্রমিকগণ এক আলোচনা হয় এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীকে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সালের বেতন প্রদান করা হয়। প্রার্থীর এই সমস্ত বক্তব্য ছাড়া প্রার্থী তাহার বকেয়া বেতন সম্পর্কে আর কোন সাক্ষ্যাদি উপস্থাপন করেন নাই। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তাহাকে সাসপেন্ড করায় তাহাকে বিধান অনুসারে কোন বেতন প্রদান করা হয় নাই। প্রার্থীকে কোন্ তারিখ হইতে সাসপেন্ড করা হয় এবং তাহার কোন্ কোন্ মাসের বেতন বাকী ছিল এই সম্পর্কে কোন উক্তি তাহার জবানবন্দীতে করেন নাই। প্রার্থী তাহার বকেয়া বেতন সম্পর্কে অন্য কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই বা প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন প্রদানের রেজিষ্টার তলব করিয়া তাহার বক্তব্য প্রমাণের চেষ্টা করেন নাই। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষে বলেন যে প্রার্থীকে তাহার বেতনাদি প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার কোন বকেয়া বেতন পাওনা নাই। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীকালে প্রতিপক্ষের এই উক্তি অস্বীকার করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী যে তাহার বকেয়া বেতন পান নাই তাহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থী তাহার বরখাস্তের পর কোন গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করায় তাহার মামলা অচল। ইহা সত্য যে প্রার্থী তাহার বরখাস্তের পর প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন বর্ণনা তাহার মূল আবেদন পত্রে করেন নাই। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীকালে বলেন যে, তিনি ইং ২-৫-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স আবেদন পাঠান এবং তিনি ২-৫-৯৫ তারিখের একটি ডাক রশিদ (প্রদঃ-৭) দাখিল করেন। প্রদঃ-৭ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইং ২-৫-৯৫ তারিখে ম্যানেজার, প্রোপ্রাইটর, ভেনাস প্রিন্টার্স এন্ড কালার্স বরাবর নাটোর প্রধান ডাকঘর হইতে একখানি চিঠি রেজিষ্ট্রী করা হয়, বাহার নং ৪০৯। ডাক রশিদটি (প্রদঃ-৭) প্রার্থী দাখিল করায় প্রতীয়মান হয় রশিদটি তাহার দখলে ছিল। প্রার্থী রশিদটি (প্রদঃ-৭) কিভাবে পাইলেন প্রতিপক্ষ সেই সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। প্রার্থী তাহার হলপান্তে জবানবন্দীতে বলেন তিনি ইং ২-৫-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিপক্ষ এমন কোন সাক্ষ্য

উপস্থাপন করেন নাই যে উক্ত ৪০৯ নং রেজিষ্ট্রী চিঠিটি (প্রার্থীর গ্রিভান্স পিটিশন ব্যতীত) অন্য কোন রেজিষ্ট্রী চিঠি ছিল। প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাই প্রার্থীর (৪নং সাক্ষীর) বক্তব্য অস্বীকার করা হয় নাই। উপরের আলোচনা, সাক্ষ্যাদি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখের বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স পিটিশন রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে বিষয়টি উল্লেখ না করিলেও প্রার্থীর মামলাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে তিনি এখন রিকসা চালান এবং তাহার রিকসা চালাইবার লাইসেন্স আছে। আমরা যদি ধরিয়া লই প্রার্থী তাহার চাকুরীকালেও রিকসা চালাইতেন, তবুও প্রার্থীর মামলা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে তাহার দায়িত্ব পালন করিবার পূর্বে এবং পরে প্রার্থী আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য রিকসা চালাইলে তাহার মামলার কোন ক্ষতি হইবে না। তাই প্রার্থী রিকসা চালক কি না তাহা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে।

প্রতিপক্ষ বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে অত্র মামলায় অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইয়াছে এবং প্রকৃত মালিককে পক্ষ করা হয় নাই। কে অপ্রয়োজনীয় পক্ষ এবং কে প্রয়োজনীয় পক্ষ প্রতিপক্ষে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় জনৈক আলী আকবর খান (রানা) প্রতিপক্ষ এম, এ, করিমের সহিত বর্ণনায় দস্তখত করিয়াছেন। জনাব আলী আকবর খান (রানা) কোন্ অধিকারে বর্ণনায় দস্তখত করিলেন তাহার কোন ব্যাখ্যা প্রতিপক্ষে দেওয়া হয় নাই বা সেই মর্মে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় নাই। উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট ইহাই প্রতীয়মান হয় জনাব আলী আকবর খান (রানা) এর বর্ণনায় দস্তখত করিবার কোন অধিকার নাই এবং তাহার এই দস্তখত বিলুপ্ত করা হইল এবং অত্র মামলায় প্রতিপক্ষ এম, এ, করিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইল।

প্রার্থী বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীর বেতন বকেয়া ছিল তাহা যথেষ্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী ব্যর্থ হইয়াছেন। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত ছাড়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে, যাহা আইনের চোখে মূল্যহীন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীকে শুধু তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ কোন বকেয়া বেতন ছাড়া প্রদান করিলে অত্র মামলার ন্যায় বিচার করা হইবে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল যে, অত্র অভিযোগ মামলা প্রতিপক্ষ জনাব এম, এ, করিমের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে এবং অন্য একজনের বিরুদ্ধে একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

প্রার্থী তাহার চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবেন এবং অত্র রায় প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রার্থী পুনর্বহালের তারিখ হইতে মজুরী পাইবেন।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৯/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৪০), বিলদহর বাজার, নাটোর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ : ৬-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৪০) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২২ ধারা অনুযায়ী ৩১-৭-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২১-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪১৭ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ৩১-৭-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারার

বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২১-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪১৭ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারামতে নির্বাচন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধান অনুসারে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বিলদহর বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৪০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— **১ম পক্ষ।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, শেরপুর থানা চাউলকল মালিক সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭), ধনুট রোড, শেরপুর, বগুড়া—**২য় পক্ষ।**

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৫, তারিখ ঃ ১২-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনি-১ হিসাবে অন এডমিশান (স্বীকারোক্তির মূলে) চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ শেরপুর থানা চাউলকল মালিক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমনে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ১২ নং ধারা অনুযায়ী ১৬-৮-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের সমিতির ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৫-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৮৭ নং পত্র মারফত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ শেরপুর থানা চাউলকল মালিক সমিতি ১৬-৮-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ১২ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৫-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৮৭ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ১২ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছে এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের শেরপুর থানা চাউলকল মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬৪/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**১ম পক্ষ।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮), টি, বি, পুকুর, গ্রেটার রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী—
২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ১৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। ৩০-৮-৯৬ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ সভাপতি নোটিশ স্বাক্ষর করিয়া রাখেন। প্রতিপক্ষগণ অদ্যসহ তিনটি তারিখে

অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মৌখিকভাবে বলেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল স্বীকারোক্তি মূলে। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, টি, বি, পুকুর, রাজশাহী তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ৬-১০-৯০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৫৩ নং স্মারক-মূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ৬-১০-৯০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্য পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৫৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৭৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫০/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,

নলডাংগা খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬), নলডাংগা, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ : ৬-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ নলডাংগা খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ

নং রাজ-৭৮৬) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা অনুযায়ী ২-৮-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২-৪-৯৫ ইং তারিখের ৬৯৩ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ নলডাংগা খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ২-৮-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২-৪-৯৫ ইং তারিখের ৬৯৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনি-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারামতে নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধান অনুসারে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের নলডাংগা খাদ্য গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৬/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— **১ম পক্ষ।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিষ্টান্ন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১১৩৮), ঢাকা রোড, নাটোর—**২য় পক্ষ।**

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ ৫-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। অদ্যও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ অন এডমিশান প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিটান্ন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৩৮) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২০-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫১ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন তাহাদের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২০-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫১ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন ১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের নাটোর জেলা হোটেল রেস্তোরা ও মিষ্টান্ন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৩৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-১১-৯৬
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১৪/৯৫

মোঃ আলতাফ হোসেন, সাং চকবাজার, পাটবারী রোড,
পোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজার, আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব এফ, ই, এম, আসাদুজ্জামান (মাখন), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।
আদেশ নং ১৫, তারিখ ১৭-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর মামলার বিষয় মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মামলা উঠাইয়া নিবার জন্য আদালতে হলফান্তে জবানবন্দি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আবেদনপত্র, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। অতএব, আদেশ হইল যে, প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র মামলা এতদ্দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
তারিখ ১৭-১১-৯৬

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫৩/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উধুনিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৯), উধুনিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ ৫-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও অদ্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মামলাটি মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তি-তর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ উধুনিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৯) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন

নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৫৮ নং স্মারক মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থণা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ উধুনিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতি ইং ২-১১-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ৩০-৩-৯৫ তারিখের ৬৫৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের উধুনিয়া ইউনিয়ন মাটিকাটা লেবার সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-১১-৯৬
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী—**মালিক পক্ষ।**

২। জনাব কামরুল হাসান—**শ্রমিক পক্ষ।**
রবিবার,১০ই নভেম্বর/৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ২/১৯৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**১ম পক্ষ।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১১১৮), সিরাজগঞ্জ ঘাট, সিরাজগঞ্জ— **২য় পক্ষ।**

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১১১৮) প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষ নির্ধারিত ও সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভুল তথ্যের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করেন। এই বিষয়টির উপর জবাব দাখিল করিবার জন্য ১ম পক্ষের ইং ২২-৮-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫২৫ নং পত্রের মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়। ২য় পক্ষের জবাব সন্তোষজনক নহে। ২য় পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের-১০(খ) ধারা ও ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার বিধি লংঘন করিয়াছেন এবং তাই তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় বাতিলযোগ্য। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে একখানা বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১ম পক্ষের সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি সংগঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ আইনের বিধান অনুযায়ী ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। ২য় পক্ষের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা 'পি' ফরমে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাহা ১ম পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর হইতে সকল আইন-কানুন মানিয়া তাহাদের সমিতি পরিচালনা করিতেছেন এবং তাহারা তাহাদের সংবিধানের কোন নিয়ম নীতি ভংগ করেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির কালে কোন তথ্য গোপন করেন নাই। ১ম পক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা খচরাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। ১ম পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই এবং ২য় পক্ষের দাখিলি কাগজপত্র প্রদর্শন-ক ও খ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ "সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি" নামে একটি সংগঠন করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করিলে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের দাখিলি কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতাধীনে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। ১ম পক্ষ অভিযোগ করেন যে, ২য় পক্ষ নির্ধারিত ও সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভুল তথ্যের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২য় পক্ষ কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা ১ম পক্ষ তাহার মূল আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন নাই। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, "শ্যালো" মেশিন কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা নৌকায় ব্যবহার করিয়া ২য় পক্ষ নৌকা চালাইতেছেন। আমরা জানি 'শ্যালো' শব্দের অর্থ অগভীর নলকূপ। ২য় পক্ষের সংগঠনের নাম হইল 'সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি'। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ 'সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতিঃ নামে সংগঠন করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন এবং ১ম পক্ষ তাহা জানিয়া শুনিয়া ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রার একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি ইউনিয়নটি জালিয়াতি বা ভ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন লইয়া থাকেন। অত্র মামলার ক্ষেত্রে ২য় পক্ষ কোন জালিয়াতি বা ভ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করেন নাই বা প্রাপ্ত হন নাই এবং ১ম পক্ষ সেই মর্মে কোন অভিযোগ আদালতে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ১ম পক্ষ তাহার মামলা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

উপরের আলোচনার আলোকে এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১০/৯৫

দরখাস্তকারী ঃ মোঃ আবদুল মান্নান মিঞা, (ইলেকট্রিক ইনচার্জ),
সাং বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মহাব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার কাছনা,
পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর।
আদেশ নং ১৬, তারিখঃ ৩০-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলার কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। উভয় পক্ষকে কোর্টে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

এস, কে, বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
৩০-১১-৯৬

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৫/৯৩

মোঃ হাবিবর রহমান হবি, পিতা মোঃ নছিমুদ্দিন, সাং মহিপুর চর ইসলি, পোঃ গংগাচড়া, থানা গংগাচড়া, রংপুর, শ্রমিক লাকী হোটেল, রংপুর—**দরখাস্তকারী (প্রার্থী)**।

বনাম

মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল), মালিক, লাকী হোটেল, শাপলা চত্বর, রংপুর শহর, জেলা রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।
আদেশ নং ৩৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬।

অদ্য মামলাটি আরজি সংশোধন দরখাস্ত শুনানী ও জবাবেদ কাগজাদি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয় মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা পুনঃ কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি আরজি সংশোধন শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ফিরিস্তি করিয়া ফটোকপি কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন কাগজাদি দাখিল করেন নাই। সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শুনিলাম। আবেদনপত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রার্থী পক্ষ মূল আবেদন (আরজী) সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাস্ত দাখিল করায় অত্র শুনানীর উদ্ভব হয়। প্রার্থী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ দুলাল এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীকালে মোঃ আঃ রশিদ দুলাল মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার স্থলে তাহার ভাই মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) মালিক হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নামে। তাই প্রার্থী পক্ষ মৃত আঃ রশিদ দুলালের স্থলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রতিস্থাপিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছু সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার নামে। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মূল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উভয় পক্ষই কিছু কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্যুকৃত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর ফটো-ষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট এর প্রোপ্রাইটর মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্কোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল)। প্রার্থী পক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। অত্র ডুপ্লিকেট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) অত্র লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টের অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর সদর উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ নং মামলার আদেশের ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দায়ের করা হইলে আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকের ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স এ উল্লেখ করা হইয়াছে লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল) এবং অন্য কেহ লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রার্থীর দাখিলী কাগজে লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট সংক্রান্ত দাখিলী কাগজপত্রে আঃ রশিদ (দুলাল) গং থাকিলেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া আঃ রশিদ (দুলাল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট এর যে মালিক হইয়াছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মে প্রার্থী পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে ইস্যুকৃত কোন সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। সুতরাং ইহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টের মালিক।

অত্র মামলার মূল আবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টটি শাপলা চত্বর, রংপুর শহর এলাকায় অবস্থিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট রংপুর শহরের শাপলা চত্বরে অবস্থিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট ষ্টেশন রোড, রংপুরে অবস্থিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূল আবেদনে প্রার্থীর দেওয়া লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্টের অবস্থান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাহা প্রার্থীর কাগজপত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

প্রার্থী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদনপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লেখ করিয়াছেন যে লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলাটি আনয়ন করেন। প্রার্থীর স্বীকারোক্তি মতে মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট এর মালিক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) যে উক্ত লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট এর মালিক হইয়াছেন। সেই মর্মে কোন কাগজপত্র প্রার্থী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষ্যাদির আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট এর মালিক তাহা যথেষ্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর স্থলে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্থাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুরযোগ্য।

যেহেতু অত্র মামলার একমাত্র প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) মারা গিয়াছেন, অত্র মামলা আর রক্ষণীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, প্রার্থীর আবেদন দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।
অত্র মামলা খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
২৯-১০-৯৬

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ কেস নং ১৫/৯৪

মোঃ আবুল হোসেন, পিতা মহম্মদ আলী, শ্রমিক (পরিবেশনকারী), লাকী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, শাপলা চত্বর, রংপুর শহর, রংপুর—দরখাস্তকারী (প্রার্থী)।

বনাম

মোঃ আবদুর রশিদ দুলাল, মালিক, লাকী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, শাপলা চত্বর, রংপুর টাউন, পোঃ + থানা ও জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।
আদেশ নং ২৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি আরজি সংশোধনী দরখাস্ত শুনানী ও জাবেদা কাগজাদি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয় মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি বাদী পক্ষের দাখিলী আরজি সংশোধনী দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয়ের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষ ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শুনিলাম। আবেদনপত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রার্থী পক্ষ মূল আবেদন (আরজী) সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাস্ত দাখিল করায় অত্র শুনানীর উদ্ভব হয়। প্রার্থী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ দুলাল এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীকালে মোঃ আঃ রশিদ দুলাল মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার স্থলে তাহার ভাই মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) মালিক হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নামে। তাই প্রার্থীপক্ষ মৃত আঃ রশিদ দুলালের স্থলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রতিস্থাপিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছু সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার নামে। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মূল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উভয় পক্ষই কিছু কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্যুকৃত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর ফটো-ষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর প্রোপ্রাইটর মোঃ আঃ রশিদ (দুলালু)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্ক্রোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল)। প্রার্থী পক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। অত্র ডুপ্লিকেট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) অত্র লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর সদর উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ নং মামলার আদেশের ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দায়ের করা হইলে আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকের ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স এ উল্লেখ করা হইয়াছে লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল) এবং অন্য কেহ লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রার্থীর দাখিলী কাগজে লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট সংক্রান্ত দাখিলী কাগজপত্রে আঃ রশিদ (দুলাল) গং থাকিলেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহাছাড়া আঃ রশিদ (দুলাল)

এর মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর যে মালিক হইয়াছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মে প্রার্থী পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে ইস্যুকৃত কোন সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের মালিক।

অত্র মামলা আবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টটি শাপলা চত্বর, রংপুর শহর এলাকায় অবস্থিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট রংপুর শহরের শাপলা চত্বরে অবস্থিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট ষ্টেশান রোড, রংপুরে অবস্থিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রার্থীর মূল আবেদনে দেওয়া লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের অবস্থান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাহা প্রার্থীর কাগজপত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

প্রার্থী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদন পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লেখ করিয়াছেন যে লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলাটি আনয়ন করেন। প্রার্থীর স্বীকারোক্তি মতে মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর মালিক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) যে উক্ত লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর মালিক হইয়াছেন সেই মর্মে কোন কাগজপত্র প্রার্থী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষ্যাদির আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর মালিক তাহা যথেষ্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর স্থলে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্থাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুর যোগ্য।

যেহেতু অত্র মামলার একমাত্র প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) মারা গিয়াছেন, অত্র মামলা আর রক্ষণীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল যে, প্রার্থীর আবেদন দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়। অত্র মামলা খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
২৯-১০-৯৬
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ কেস নং ১৬/৯৪

মোঃ গোলাম মোস্তফা, শ্রমিক (পরিবেশনকারী), লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, প্রযত্নেঃ রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আঃ রশিদ দুলাল, মালিক, লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, শাপলা চত্বর, রংপুর শহর, রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।
আদেশ নং ২৬, তারিখ ২৯-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি আরজি সংশোধন দরখাস্ত শুনানী ও জাবেদা কাগজাদি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয় মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা পুনঃ কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি আরজি সংশোধন শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন কাগজাদি দাখিল করেন নাই। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শুনিলাম। আবেদন পত্র ও নথি দেখিলাম।

প্রার্থী পক্ষ মূল আবেদন (আরজী) সংশোধনের প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাস্ত দাখিল করায় অত্র শুনানীর উদ্ভব হয়। প্রার্থী পক্ষের মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ দুলাল এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীকালে মোঃ আঃ রশিদ দুলাল মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার স্থলে তাহার ভাই মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) মালিক হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করিয়া হোটেলটি পরিচালনা করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট হোটেলের লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নামে। তাই প্রার্থী পক্ষ মৃত আঃ রশিদ দুলালের স্থলে মালিক হিসাবে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রতিস্থাপিত করার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য কিছু সংশোধন চাহিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহার নামে। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মূল আবেদন সংশোধনের আদেশ পাইতে হকদার নহেন।

উভয় পক্ষই কিছু কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ৭-১০-৯৫ তারিখের ইস্যুকৃত ২৫৬ নং লাইসেন্স (১৯৯৫-৯৬) এর ফটো-ষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর প্রোপ্রাইটর মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল)। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার পৌরকরের ১৬৪৯৭ নং বিলের স্ক্রোল হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল)। প্রার্থী পক্ষের দাখিলী রংপুর পৌরসভার সেক্রেটারী কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩-৯-৯৬ তারিখের ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ গং। অত্র ডুপ্লিকেট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) অত্র লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের অন্যতম মালিক। প্রতিপক্ষের দাখিলী রংপুর সদর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সি, আর, ১৬৯/৯০ নং মামলার আদেশের ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ৪, ৮ ও ৯ ধারামতে মামলা দায়ের করা হইলে আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করিলে তাহাদের প্রত্যেকের ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। এখানেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স এ উল্লেখ করা হইয়াছে লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর প্রোপ্রাইটর আঃ রশিদ (দুলাল) এবং অন্য কেহ লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের প্রোপ্রাইটর আছেন সেই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। প্রার্থীর দাখিলী কাগজে লাকী হোটেল ও রেষ্টরেন্ট সংক্রান্ত দাখিলী কাগজপত্রে আঃ রশিদ (দুলাল) গং থাকিলেও আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) এর নাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহাছাড়া আঃ রশিদ (দুলাল) মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এর যে মালিক হইয়াছেন বা তিনি যে প্রকৃত মালিক সেই মর্মে প্রার্থী পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে ইস্যুকৃত কোন সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। সুতরাং ইহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের মালিক।

অত্র মামলার মূল আবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টটি শাপলা চত্বর, রংপুর শহর এলাকায় অবস্থিত। প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৫৬ নং লাইসেন্স হইতে প্রতীয়-মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট রংপুর শহরের শাপলা চত্বরে অবস্থিত। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী ২৮৭ নং লাইসেন্স (ডুপ্লিকেট কপি) হইতে প্রতীয়মান হয় লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট ষ্টেশান রোড, রংপুর অবস্থিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রার্থীর মূল আবেদনে দেওয়া লাকী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টের অবস্থান ও ঠিকানা প্রতিপক্ষের দাখিলী লাইসেন্সের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাহা প্রার্থীর কাগজপত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

প্রার্থী তাহার প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদন পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লেখ করিয়াছেন যে লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর তৎকালীন মালিক ও পরিচালক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলাটি আনয়ন করেন। প্রার্থীর স্বীকারোক্তিমতে মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর মালিক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর মৃত্যুর পর আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) যে উক্ত লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এর মালিক হইয়াছেন সেই মর্মে কোন কাগজপত্র প্রার্থী দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ও সাক্ষ্যাদির আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু) লাকী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট এর মালিক তাহা যথেষ্ট সাক্ষ্যাদি দিয়া প্রমাণ করিতে প্রার্থী ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) এর স্থলে মোঃ আঃ কুদ্দুস (মঞ্জু)র নাম প্রতিস্থাপন করিয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন। তাই তাহার আবেদন নামঞ্জুর যোগ্য।

যেহেতু অত্র মামলার একমাত্র প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল) মারা গিয়াছেন, অত্র মামলা আর রক্ষণীয় নহে এবং খারিজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল যে, প্রার্থীর আবেদন দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়। অত্র মামলা খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
২৯-১০-৯৬
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
পাটগ্রাম থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৩),
দহগ্রাম রোড, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ৪-১১-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৩) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২২ ধারা অনুযায়ী ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩৩ নং স্মারক মূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য শুনানী হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮-১০-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩৩ নং স্মারক দাখিল করেন, যাহা প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনি-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২২ নং ধারামতে নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধান অনুসারে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের পাটগ্রাম থানা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৩৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
৪-১১-৯৫
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী,

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৮/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
পলাশবাড়ী বণিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫),
কালীবাড়ী রোড, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ : ২-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন। তাহা অন এডমিশান প্রদর্শন-১ চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষ সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ, পলাশবাড়ী বণিক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ১০ নং ধারা অনুযায়ী ৩-১-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের সমিতির ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের

১৭-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮১৬ নং পত্র মারফত সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পলাশবাড়ী বণিক সমিতি ৩-১-৮৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ১০ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৭-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮১৬ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক প্রত্যার্পনী (এ্যানুয়াল রিটার্ন) দাখিল না করায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলার ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের পলাশবাড়ী বণিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৮/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৭২৪), রসুলপুর স্লুইজগেট, ভবানীগঞ্জ, ফুলবাড়ী, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ : ৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষী প্রদান করিবেন না বলিয়া ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষে ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন। তাহা অন এডমিশান প্রদর্শন-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ কণ্ডিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭২৪) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২০-১১-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯২৯ নং স্মারকমূলে

ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ কাঁঠপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ২০-১১-৮৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯২৯ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের কাঁঠপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭২৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৭/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৫০), কলেজ রোড, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ : ৩-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করেন তাহা অন এডমিশান প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৫০) প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারানুযায়ী ১-১০-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯১ হইতে ৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম

পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৬৮ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন ১-১০-৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৬৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের পাটগ্রাম উপজেলা কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৫০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৫৭/৯৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
সারিয়াকান্দি ফেরী ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৮২৩), সারিয়াকান্দি ফেরীঘাট, বগুড়া—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ ঃ ২৬-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সারিয়াকান্দি ফেরীঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৩) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ২১-১১-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৯-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৫৪ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ সারিয়াকান্দি ফেরীঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ইং ২১-১১-৮৯ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৯-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৫৪ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই. আর. ও. মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের সারিয়াকান্দি ফেরীঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬০/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সাহেবগঞ্জ ইক্ষুখামার শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭), সাহেবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ : ২৫-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্যও প্রতিপক্ষে মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সাহেবগঞ্জ ইক্ষুখামার শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ৭-১২-৮৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম

পক্ষ তাহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৪৩ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ সাহেবগঞ্জ ইক্ষুখামার শ্রমিক ইউনিয়ন ৭-১২-৮৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৪৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনি-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের সাহেবগঞ্জ ইক্ষুখামার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮২৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬১/৯৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১০৪১), বাঈলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ : ২৫-১১-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্য নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মৌখিকভাবে বলেন অত্র মামলায় কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪১) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ ধারা অনুযায়ী ৪-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের

২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২২ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন ৪-১১-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২২ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বাঈলা মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

মংগলবার, ৫ই নভেম্বর ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ৫০/৯৪

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, মিল গেট কেন্দ্র, গ্রাম গজারিয়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

২। মোঃ সাইদুর রহমান, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, রতনপুর সেণ্টার, গ্রাম জীবনপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৩। মোঃ শামসুল হক, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, মিল গেট সেণ্টার, গ্রাম শ্রীপতিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। মোঃ আবদুস সামাদ, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, বামনডাংগা সেণ্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৫। মোঃ ইউনুছ আলী, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, সুলান চকি সেণ্টার, গ্রাম শালমারা, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৬। মোঃ আবদুল হামিদ, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, বামনডাংগা সেণ্টার, গ্রাম উলিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৭। মোঃ আনিসুর রহমান, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, কামারপাড়া সেণ্টার, গ্রাম উলিপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৮। মোঃ আবুল হোসেন, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, রায়পুর সেণ্টার, গ্রাম ফুলিয়া, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

৯। মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, পান্তাপাড়া সেণ্টার, গ্রাম সাঁততলা, থানা শাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।

১০। মোঃ রেজাউল হক, প্রাক্তন পুরজি বিতরণকারী, রংপুর চিনিকল, চাঁদপাড় সেণ্টার, গ্রাম জগনাথপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রার্থীগণ।

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২। ম্যানেজার (কৃষি), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকলের ১০-১২-৮৯ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে পুর্জি বিতরণকারী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং প্রতি বৎসর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে উল্লেখিত পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরু হইয়াছে মর্মে প্রার্থীগণ জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব বৎসরের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীদেরকে নিয়োগ পত্র না দেওয়ায় তাহারা যৌথ-ভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে সময় হইলেই সবাইকে লওয়া হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরেও উক্ত মর্মে কোন আদেশ না পাইয়া প্রার্থীগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরণের আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে জানান যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীকৃত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষগণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রার্থীগণকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষু ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্র পূর্ববৎ চালু রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মধ্যে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০—৯৩ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নূতন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মরত ছিলেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোস্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগ্নেয় হইতেছেন। চলতি মৌসুমে প্রার্থীগণকে নিয়োগ না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থীগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালু হয় ও ইক্ষু ক্রয়ের ১ মাস পূর্ব হইতে এবং মিল চালু হইবার ২৮ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে প্রার্থীদেরকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থীগণ তাহাদেরকে চাকরীতে এবং সলপদে সকল বাকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১—৪ নং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীগণের অত্র মামলা অত্যাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রার্থীগণের মামলা করিবার কোন কারণ নাই, প্রার্থীগণ আদৌ কোন শ্রমিক নহেন এবং অত্র মামলা পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপুর চিনিকলের কর্মকর্তা-বৃন্দ এবং রংপুর চিনিকল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্থায়ী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রার্থীগণ কখনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্থায়ী/স্থায়ী/মাষ্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা আদৌ কোন শ্রমিক নহেন। মিলে মাড়াই মৌসুম শুরু হইলে জরুরী কাজের চাপে অস্থায়ী ও স্থায়ী শ্রমিকদের দ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তুকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক স্বার্থে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইলে তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌসুম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসুম শেষে তাহারা আপনা-আপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উক্তরূপ কাজের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারকবলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রার্থীগণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের শিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২১৪ নং স্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রার্থীদেরও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ইআর/এমএফ/বাচিশ্রফে-১২/অংশ/২৫৫ নং সূত্রের দপ্তর আদেশ মোতাবেক বি এস এফ আই সি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশকৃত দাবীসমূহ পুনঃ পর্যালোচনার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সুপারিশ কর্পোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমূহে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজুয়াল চাকুরীর সুযোগ নাই এবং কোন শূন্য পদ পূরণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষগণ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজুয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৩-১০-৯৪ ইং তারিখের এডিএম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপুর সুগার

মিলস লিমিটেডের অতিরিক্ত জনবল রংপুর সুগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবলসমূহ বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দপ্তরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পূর্বের অনুমোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। সুতরাং জনবল কমাইয়া নূতন সেটআপের অনুকূলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া নূতন করিয়া জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সুতরাং অত্র মামলা খরচাসহ নামঞ্জুর হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্ব-পদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শনি-১, ২-২(এ), ৩-৩(ঝ) ও ৪-৪(ক) হিসাবে চিহ্নিত করা ও সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনি-ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ ও ছ হিসাবে চিহ্নিত করা ও সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শনি-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ১০-১২-৮৯ তারিখে রংপুর সুগার মিলে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দৈনিক হাজিরায় কিছু করণিক ও পুরঞ্জি লেখক/লেখিকা এবং পুরঞ্জি বিতরণকারী পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। প্রদর্শনি-২-২(ছ) হইল নিয়োগ পত্র। প্রদর্শনি-২-২(চ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১, ২, ৩, ৬, ৭ ও ১০ নং প্রার্থীগণকে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ইক্ষু কেন্দ্রে কাজে যোগদানের তারিখ হইতে কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত দৈনিক ২৮ টাকা বেতনে নিয়োগ করেন। প্রদর্শনি-২(ছ) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ ৪ নং প্রার্থীকে ১৯৯০-৯১ মাড়াই মৌসুমে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে দৈনিক ২৮ টাকা বেতনে ৬০ দিনের জন্য নিয়োগদান করেন। প্রার্থীগণ অন্য কোন প্রার্থীর নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদর্শনি-২(জ) হইতে ৩(ঝ) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণসহ অন্যান্য কিছু লোককে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ৬০ দিনের জন্য 'কাজ না বেতন নাই' ভিত্তিতে নিয়োগদান করেন। প্রার্থী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং প্রার্থী পক্ষের স্বীকৃত মতে প্রার্থীগণ ৪ বৎসর মাড়াই মৌসুমে প্রতিপক্ষের অধীনে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

প্রার্থীগণের বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণ ও আরও কিছু পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগদান না করায় তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাদেরকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায়

তাহারা অত্র মামলা দায়ের করেন। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে লোকবল কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করিয়াছেন। সুতরাং, প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রদর্শন-ক হইল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ তারিখের দপ্তরাদেশ। উক্ত দপ্তরাদেশ (প্রদর্শন-ক) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌসুমী/নৈমিত্তিক পদে নূতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ন্যূনতম ২০% হারে হ্রাস করিতে হইবে এবং সুষ্ঠ তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রার্থীগণ ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রার্থী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে প্রার্থীগণকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রার্থীগণের কেহই স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হ্রাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থীগণসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি যে প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্য কিছু লোককে নিয়োগ দান করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের অভিযোগ মতে পূর্ব মৌসুমে নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রার্থীগণ তাহাদের মূল আবেদন-পত্রের ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে তাহারা গত ৫ বৎসর হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদের হঠাৎ করিয়া কর্মচ্যুতি চলতি বিধানমতে অন্যায় ও বেআইনী হইতেছে। প্রার্থীগণের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থীগণের আর চাকুরীর বয়স সীমা নাই, যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীগণকে রংপুর সুগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ আখ মাড়াই মৌসুমে (৪ বছর) দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত্র মামলার শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর অক্টোবর এর শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই মৌসুম শুরু হয় এবং তাহা পরবর্তী বৎসরের মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌসুম শেষ হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থীগণ যাহারা ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের জন্য নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ স্থায়ী/অস্থায়ী/ক্যাজুয়াল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। সুতরাং প্রার্থীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের সুবিধামত স্থায়ী নিয়োগপত্র পাইবার চেষ্টা করিতে

পারিতেন। মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগ দান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের প্রতিকার হিসাবে প্রতি মৌসুমে নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে অত্র মামলা করেন। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারামতে প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থীগণের প্রার্থনা অনুসারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতন-সহ চাকুরীর সকল সুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপর দিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বরখাস্তকৃত ও চাকুরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রার্থীগণসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ (২২-১০-৯২ ইং তারিখে প্রদত্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। সুতরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রার্থীগণের অত্র মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্তু বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রার্থীগণ রংপুর সুগার মিলের মহা-ব্যবস্থাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। প্রার্থীগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের স্থায়ী আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অত্র মামলায় পক্ষ না করায় প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অত্র মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন একটি আবশ্যকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীগণের অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থীগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোস্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থীগণ উক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীপক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীসহ কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগ দান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশমত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌসুমী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য মৌসুমী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলাই প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচ্য বিষয়টি প্রার্থীগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
৫-১১-৯৬

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

সোমবার, ৪ঠা নভেম্বর/১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং-১৫/৯৫

১। আবু মোঃ শাহিদুর আলম তরফদার, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মৃত তমিজ উদ্দিন তরফদার, গ্রাম খামার পরিগাছা, ডাক বিজ্ঞুপুর, থানা ও জেলা গাইবান্ধা।

২। মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মৃত সোনা উল্যা মন্ডল, গ্রাম মধ্য রাম চন্দ্রপুর, ডাক কোমরপুর, থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা।

৩। মোঃ আবু জাফর, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মৃত আঃ মজিদ সরকার, গ্রাম দামোদারপুর, ডাক তালুক কানুপুর, পলাশবাড়ী, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মোঃ বজলার রহমান, গ্রাম ফরিদপুর, ডাক রথের বাজার, থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা।

৫। মীর মোশাররফ হোসেন, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মোঃ আঃ হামিদ সরকার, গ্রাম দামোদারপুর, ডাক তালুক কানুপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৬। মোঃ রাজাউল করিম সর্দার, কনিষ্ঠ করণিক, পিতা মৃত সিরাজ উদ্দিন সর্দার, গ্রাম আগুনিয়া তাইর, ডাক ও থানা সোনাতলা, জেলা বগুড়া।

৭। মোঃ জুলফিকার আলী হায়দার, সি, ডি, এ, পিতা আঃ রাজ্জাক সরকার, গ্রাম হিয়াতপুর, ডাক জালালাবাদ, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৮। মোঃ জাইদুল হক, পুর্জি বিতরণকারী, পিতা মোঃ বদিয়ার জামান, গ্রাম দামোদারপুর, ডাক তালুক কানুপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৯। মোঃ আঃ আজিজ, পুর্জি বিতরণকারী, পিতা মৃত রিয়াজুল ইসলাম, গ্রাম শ্রীমুখ, ডাক কোচাশহর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১০। মোঃ জহুরুল হক মৃধা, পুর্জি বিতরণকারী, পিতা মোঃ জামাল উদ্দিন মৃধা, গ্রাম তরনীপাড়া, ডাক সরদার হাট, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১১। মোহাম্মদ আলী, পুর্জি বিতরণকারী, পিতা মোঃ আঃ কাদের প্রধান, গ্রাম তালুক, কানুপুর, ডাক তালুক কানুপুর থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

১২। মোঃ সেকেন্দার আলী, ইক্ষু পাহারাদার, পিতা করিম উদ্দিন আকন্দ, গ্রাম তালুক, হরিদাস, ডাক খোন্দকরমপুর, থানা সাদুল্যাপুর, জেলা গাইবান্ধা—প্রার্থীগণ।

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২। ম্যানেজার (কৃষি), ঠিকানা— ঐ

৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব আঃ সাঃ সৈয়দ মহম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ইং ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল এর ইং ১০-১২-৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করণিক, পুর্জি বিতরণকারী, সি, ডি, এ, এবং কেন গার্ড পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রতি বছর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে উল্লেখিত পদে মিল

চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় ইং ৯-১১-৯৩ তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই শুরু হইয়াছে মর্মে প্রার্থীগণ জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্বের বৎসরের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীগণ নিয়োগপত্র না পাওয়ায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিক আবেদন করিলে তিনি সময় হইলেই সবাইকে লওয়া হইবে মর্মে আশ্বাস দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় উত্তীর্ণ হইবার পরও একইভাবে প্রার্থীগণ ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে জানান যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইং ২২-১০-৯২ তারিখের জারীকৃত সার্কুলার মতে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তাই প্রার্থীগণকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন। প্রার্থীগণের মধ্যে ১২৬ জন উক্তরূপ মৌসুমী কর্মচারীগণকে নিজ ও পছন্দমত নিয়োগ প্রদান না করায় প্রার্থীগণ চরম আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ১২৬ জন এবং তাহাদের ৯৬ জনকে চলতি বৎসরে নিয়োগ করা হয় এবং বাকী ৩০ জনের মধ্যে প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯২-৯৩ সন পর্যন্ত ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ইং ২১-১০-৯২ তারিখের সার্কুলারে নূতন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তাহারা ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯২-৯৩ সনে কর্মরত ছিলেন এবং কেবলমাত্র ৩০ জনকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং প্রদান করেন এবং তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয়। চলতি মৌসুমে প্রার্থীগণকে নিয়োগ প্রদান না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থীগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালু ও ইক্ষু ক্রয়ের ১ মাস পূর্ব হইতে এবং মিল চালু হইবার ২৪ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থীগণ নিয়োগের জন্য প্রার্থনা জানাইলে ১ নং প্রতিপক্ষ সরাসরি প্রার্থীদের চাকুরী দেওয়া যাইবে না মর্মে প্রকাশ করেন। তাই প্রার্থীগণ তাহাদেরকে চাকুরীতে এবং স্ব-পদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশকমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ হইতে ৪ নং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীদের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা আরও উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীগণের অত্র মামলা অত্যাকারে অচল ও বিধি বহির্ভূত।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মিলের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ইং ২২-১০-৯২ তারিখে এক সার্কুলার যোগে মিলের লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাহার ফলশ্রুতিতে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য আরও অস্থায়ী মৌসুমী শ্রমিকদের মৌসুমে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহাদেরকে যথাসময়ে জানানো হইয়াছে। বিগত ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এমএস/১০/৭৬/১৫৭১ নং দপ্তর আদেশ মাধ্যমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন রংপুর চিনিকলের বর্তমান অনুমোদিত ১৭৪২টি পদ সম্বলিত সেট-আপ সংশোধনপূর্বক সর্বমোট ১০৯৮টি পদের সংশোধিত সেট-আপ অনুমোদন করেন এবং সেই মোতাবেক বর্তমানে কর্মরত অতিরিক্ত জনবল সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। সংশোধিত নূতন সেটআপ অনুযায়ী বর্তমানে অত্র মিলে ১৬৮ জন স্থায়ী এবং মৌসুমী অতিরিক্ত জনবল আছে। সুতরাং নূতনভাবে লোক নিয়োগের কোন সুযোগ নাই। মৌসুমী অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে মিল কর্তৃপক্ষ কোন পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি প্রকাশ করেন নাই। প্রার্থীগণ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা আনয়ন করিয়াছেন। তাই প্রার্থীগণ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীগণের বক্তব্য এই যে, তাহারা প্রতিপক্ষের অধীনে তাহাদের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১৯৮৯-৯০ সনে কনিষ্ঠ করনিক, পুর্জি বিতরণকারী, সি, ডি, এ এবং কেন গার্ড পদে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পান এবং তাহারা একইভাবে ১৯৯২-৯৩ সন পর্যন্ত ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পাইয়া দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন। কর্তৃপক্ষের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের জারীকৃত সার্কুলার মতে তাহাদেরকে আর নিয়োগ প্রদান ন্য করায় তাহারা কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন সুফল না পাইয়া এবং অবশেষে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে চাকুরীতে মৌসুমে আর নিয়োগ প্রদান করা হইবে না মর্মে জানাইলে প্রার্থীগণ অত্র মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক মিলের অনুমোদিত ১৭৪২টি পদ সম্বলিত সেটআপ কমাইয়া ১০৯৮টিতে সংশোধন করা হইয়াছে এবং তাই স্থায়ী কর্মচারীসহ মৌসুমী কর্মচারীগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থীগণের পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় এবং তাহা প্রদর্শনি—১-১(ঙ), ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষের কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন-ক ও খ চিহ্নিত করা হয়।

প্রদঃ-১—১(ঘ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং প্রার্থীকে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে কাজ করিবার জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত নিয়োগ করেন। প্রদঃ-১(ঙ) হইল দপ্তরাদেশ। প্রদঃ-১(ঙ) হইতে প্রতীয়মান হয় ২ নং প্রতিপক্ষ ৭ নং প্রার্থী জুলফিকার আলী হায়দারকে সোনাতলা সাবজোনে ইক্ষু উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করেন। প্রার্থীগণ ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং ব্যতীত অন্য কাহারও নিয়োগপত্র দাখিল করেন নাই। প্রদঃ-২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ হইল বিভিন্ন বৎসরের দপ্তরাদেশ। উক্ত দপ্তর আদেশসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, কিছু কিছু প্রার্থীসহ অন্যান্য মৌসুমী কর্মচারীগণকে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়োগ করা হয়। প্রদঃ-৮ হইল রংপুর চিনিকল/ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধার সভাপতির ইং ৭-১১-৯৩ তারিখের আবেদনের ফটোস্ট্যাট কপি। উক্ত আবেদনপত্রে তিনি ১২৬ জন বিভিন্ন পদের নৈমিত্তিক কর্মচারীগণকে বিভিন্ন পদে নিয়োগদানের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রদঃ-৯ হইল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ইং ২২-১০-৯২ তারিখের দপ্তরাদেশ। উক্ত দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌসুমী/নৈমিত্তিক পদে নূতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের জন্য অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে এবং কবি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ নূনতম ২০% হ্রাস করিতে হইবে এবং সুষ্ঠ তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে। আমাদের উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীগণের কেহই স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রদঃ-৯ ও খ হইতে প্রতীয়মান হয় রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশক্রমে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ২০% হারে হ্রাস করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণের অভিযোগ মোতাবেক, রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ কোন কাজ অবৈধভাবে করেন নাই এবং প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করিয়াছেন।

প্রার্থীগণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫(খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীগণ গত ৪ বৎসর ধরিয়া একই পদে চাকুরী করায় তাহাদের উক্ত পদে এবং চাকুরীর উপর অধিকার অর্জিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে বিধিগত পদ্ধতি ছাড়া ন্যায্য প্রাপ্য চাকুরী হইতে কর্মচ্যুত করা বেআইনী হইতেছে। প্রার্থীগণ আরও অভিযোগ করেন যে, প্রার্থীগণের আর চাকুরীর বয়স-সীমা নাই যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থানে চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীগণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে শুধু ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পাইয়াছিলন। অত্র মামলার শুনানীকালে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর অক্টোবরের শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই শুরু হয় এবং পরবর্তী বৎসরের মার্চ/এপ্রিল মাসে আখ মাড়াই মৌসুম শেষ হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থীগণ যাহারা ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের জন্য নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের এই নিয়োগপত্র কোন সময়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী ছিল না। মৌসুমে শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ-পত্র পাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং মিল কর্তৃপক্ষ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের কোন এক বিশেষ বৎসরে লোকবল কমানোর নির্দেশমতে তাহাদেরকে মৌসুমে নিয়োগদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের অভিযোগমতে পরবর্তী মৌসুমে নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থীগণ রংপুর সুগার মিলের মহা-ব্যবস্থাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীগণসহ কিছু মৌসুমী কর্মচারীগণকে ১৯৯২-৯৩ সালের পরও মৌসুমে নিয়োগদান করেন নাই। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদের চাকুরীতে নিয়োগ না করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত কিছু করেন নাই। বাংলাদেশ চিনিকল ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অত্র মামলায় পক্ষ করা হয় নাই প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক যদি কোন আদেশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ উক্ত আদেশ দ্বারা কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং উক্ত আদেশ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের উপর বাধ্যকর হইবে না। সুতরাং প্রার্থীগণের মামলা যথাযথভাবে দাখিল হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীগণ তাহাদেরকে বকেয়া বেতন অন্যান্য সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষ-গণকে নির্দেশ দেওয়ার আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষগণের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন উক্তি করেন নাই। প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল সুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন করিতে পারেন। অপরদিকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় বরখাস্তকৃত বা চাকুরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের অত্র মামলা অগ্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া প্রার্থীগণসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষগণের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত স্থায়ী আদেশ সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন

করেন নাই। সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। তাই প্রার্থীগণের অত্র মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থীগণের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী সংস্থাপন বিভাগের ২১-৪-৭২ তারিখের সংস্থাপন/আর, আই/এস-৪৬/৭২/৫৫ নং স্মারকের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ৫/১০ বৎসর কোন পদে কোন ব্যক্তি চাকুরী করিলে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত পদে নিয়োগ করিতে হইবে। প্রার্থীগণের মামলা অনুসারে প্রার্থীগণ ৪ বৎসর প্রতিপক্ষের অধীনে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। প্রার্থীগণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫(খ) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে তাহারা ৪ বৎসর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অত্র মামলার প্রার্থীগণের কর্মকাল তাহাদের স্বীকৃত মতেই একই পদে ৫ বৎসর নহে। সুতরাং প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাঁহারা বক্তব্য প্রার্থী পক্ষের কোন উপকারে আসে না। তাহাছাড়া, অত্র মামলার ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষগণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীগণকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করেন নাই। সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে প্রতিপক্ষগণ কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি প্রতিপক্ষগণের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে প্রতিপক্ষগণ জেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌসুমী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদের নিয়োগদান করেন নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রার্থীগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং প্রদান করিয়াছেন এবং ৭ জনের মধ্যে ১ জন ১ নং প্রতিপক্ষের ভাগ্নেসহ আত্মীয় হইতেছেন। প্রার্থীগণ অত্র অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যাদি প্রদান করেন নাই। সুতরাং অত্র অভিযোগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল,

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা—শ্রমিক পক্ষ।

মংগলবার, ৫ই নভেম্বর ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ৫১/৯৪

১। মোঃ আবদুল মজিদ, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, দাড়িদহ সেন্টার, গ্রাম বামনহাজরা।

২। মোঃ মজিবুর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, সোনাতলা সেন্টার, গ্রাম বামনহাজরা।

৩। মোঃ আবদুস সামাদ, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, মিলগেট সেন্টার, গ্রাম বামনডাংগা।

৪। মোঃ তবিবর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, গাং নগর সেন্টার, গ্রাম পুনতেইর।

৫। মোঃ ছয়ফুল ইসলাম, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, মিলস গেট-বি-সেন্টার, গ্রাম পুন্তাইড়।

৬। মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, রানীরপাড়া সেন্টার, গ্রাম উলিপুর।

৭। মোঃ হারুনুর রশিদ, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, সাতানা বালুয়া সেন্টার, গ্রাম অন্তপুর।

৮। মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, গ্রাম পুনতেইর, মালঞ্চা সেন্টার।

৯। মোঃ আফজাল হক, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, বক্সীগঞ্জ সেন্টার, গ্রাম পুনতেইর।

১০। মোঃ তৈয়বর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, গাং নগর সেন্টার, গ্রাম পুনতেইর।

১১। মোঃ তৈয়বর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, মিলস গেট সেন্টার, গ্রাম সিংজানি।

১২। মোঃ সাইদুর রহমান, প্রাক্তন কেনগার্ড, রংপুর চিনিকল, মোকামতলা সেন্টার, গ্রাম ঘোঘাগাড়ীমাড়ী, সকলের থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রার্থীগণ।

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস), পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

২। ম্যানেজার (কৃষি), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব এ, এস, এম, মোহাম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ১৯৮৯-৯০ সনে ৩ নং প্রতিপক্ষ ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকলের ১০-১২-৮৯ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রতিপক্ষগণের প্রশাসনিক আওতাধীনে কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং প্রতি বৎসর ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে কেনগার্ড পদে মিল চলাকালীন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় ৯-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরু হইবে মর্মে প্রার্থীগণ জানিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব বৎসরের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রার্থীদেরকে নিয়োগপত্র না দেওয়ায় তাহারা যৌথভাবে তাহাদেরকে নিয়োগের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৌখিকভাবে আশ্বাস দেন যে, সময় হইলেই সবাইকে লওয়া হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময় অতিবাহিত হইবার পরও উক্ত মর্মে কোন আদেশ না পাইয়া প্রার্থীগণ ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষগণের নিকট একই ধরণের আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে জানান যে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে এক জারীকৃত সার্কুলার মতে প্রতিপক্ষগণকে লোকবল কমানোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রার্থীগণকে পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করা যাইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। প্রার্থীগণ বিষয়টি মিলের ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব থাকেন এবং সকল ইক্ষু ক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলি পূর্ববৎ চালু রাখা হইয়াছে। প্রার্থীগণের মোট সদস্য সংখ্যা ৩১ জন এবং তাহাদের কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই। প্রার্থীগণ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০—৯৩ সন পর্যন্ত প্রতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৯২ সালে সার্কুলারে নূতন লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে যাহা প্রার্থীগণের উপর প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তাহারা ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনেও কর্মরত ছিলেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মিল কর্তৃপক্ষ ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগের এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোস্টিং দিয়াছেন। তাহারা সকলেই উক্ত মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের আত্মীয় এবং ১ জন তাহার আপন ভাগ্নেয় হইতেছেন। চলতি মৌসুমে প্রার্থীগণকে নিয়োগ না করায় প্রতিপক্ষগণের নিকট আপীল আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করিয়া কাজ চালানো হইতেছে। প্রার্থীগণ ১১ই নভেম্বর মিল চালু হইবার ১ মাস পূর্ব হইতে এবং মিল চালু হইবার ২৪ দিন পর পর্যন্ত প্রতিপক্ষগণের সহিত বারবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিয়োগের প্রার্থনা জানাইলে

১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদেরকে সরাসরি জানাইয়া দেন যে প্রার্থীদেরকে নিয়োগ করা হইবে না। তাই প্রার্থীগণ তাহাদেরকে চাকুরীতে এবং স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশকমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১—৪ নং প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণের মামলার সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা ও অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীগণের অত্র মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে, প্রার্থীগণের মামলা করিবার কোন কারণ নাই, প্রার্থীগণ আদৌ কোন শ্রমিক নহেন এবং অত্র মামলা পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ রংপুর চিনিকলের কর্মকর্তা-বৃন্দ এবং রংপুর চিনিকল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের একটি ইউনিট। প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পদে অস্থায়ী/স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রার্থীগণ কখনই প্রতিপক্ষের চিনিকলে অস্থায়ী/স্থায়ী/মাষ্টার রোলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন নাই বা তাহারা আদৌ কোন শ্রমিক নহেন। মিলে মাড়াই মৌসুম শুরু হইলে জরুরী কাজের চাপে অস্থায়ী ও স্থায়ী শ্রমিকদের দ্বারা কাজ সমাধান না হইলে ভর্তুকী এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সার্বিক স্বার্থে কিছু কিছু লোককে দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। মৌসুমের কাজ শেষ হইলে তাহাদেরও কাজ শেষ হইয়া যায়। প্রার্থীগণকে দিন হাজিরার ভিত্তিতে মৌসুম চলাকালীন সময়ে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসুম শেষে তাহারা আপনা আপনি বাদ পড়িয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে উক্তরূপ কাজের জন্য কোন লোকের প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাদেরকে নিয়োগ করা হয় নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারকবলে লোকবল কমানো হয় এবং সেই স্মারক মোতাবেক প্রার্থীগণকে নিয়োগ করা হয় নাই। অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-৯২ ইং তারিখের সিম/সিনী-১/কমিটি-১৮/৯২/২১৪ নং স্মারকের বরাতে প্রতিপক্ষের কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা রহিত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তাই প্রার্থীগণেরও কোন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই। তাহাছাড়া বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২০-১০-৯৩ ইং তারিখের ইআর/এমএফ/বাচিশ্রফে-১২/অর্ধ/২৫৫ নং সূত্রের দপ্তর আদেশ মোতাবেক বিএসএফআইসি কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশনের গত ১৪-৯-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে ফেডারেশনের পেশকৃত দাবীসমূহ পুনঃ পর্যালোচনার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সুপারিশ কর্পোরেশন বোর্ড দাবীওয়ারী গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল মিলসমূহে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে সকল নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে লোকবল কমানোর উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস/সংশোধিত সেটআপের আলোকে ক্যাজুয়াল চাকুরীর সুযোগ নাই এবং কোন শূন্য পদ পূরণেরও সুযোগ নাই। এই প্রতিপক্ষগণ

শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য সকল নৈমিত্তিক/ক্যাজুয়াল ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বন্ধ রাখিয়াছেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৩-১০-৯৪ ইং তারিখের এডি-এম/এমএফ/১৬/৭২/২৪৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত সেটআপ অনুযায়ী রংপুর সুগার মিলস লিঃ এর অতিরিক্ত জনবলসমূহ বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২১-৬-৯৫ ইং তারিখের এডিএম/এসএফ/১০/৭৬/১৫৭১ নং দপ্তরাদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মিলে সংশোধিত সেটআপ প্রেরণ করা হয়। সেই অনুযায়ী পূর্বের অনুমোদিত জনবল ১৭৪২ হইতে ১০৯৮ করা হইয়াছে। সুতরাং জনবল কমাইয়া নূতন সেটআপের অনুকূলে সমন্বয় করিতে হইবে বলিয়া নূতন করিয়া জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নাই। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। সুতরাং অত্র মামলা খরচাসহ নামঞ্জুর হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে ও স্বপদে সকল বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশক আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রার্থীপক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ও সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ ১০-১২-৮৯ ইং তারিখে রংপুর সুগার মিলে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দৈনিক হাজিরার কিছু করণিক ও পুরজি লেখক/লেখিকা এবং পুরজি বিতরণকারী পদের জন্য লোক নিয়োগ হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। প্রদর্শন-৫ (অস্পষ্ট) হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ ২৭-১-৯০ তারিখে মৃত শ্রমিক মোঃ আবদুল করিম সর্দার ও আবদুল গণির পোষ্য যথাক্রমে জনৈক মিজানুর রহমান ও ১২ নং প্রার্থী মোঃ সাইদুর রহমানকে ৩০ দিনের জন্য পুরজি বিতরণকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রার্থী পক্ষে আর কোন প্রার্থীর নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করেন নাই। প্রদর্শন-২ হইল ২ নং প্রতিপক্ষের ১০-১২-৯০ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ। উক্ত দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১২ নং প্রার্থীকে ১৯৯০-৯১ মাড়াই মৌসুমে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে লেবার-কাম-ইক্ষু পাহারাদার হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রদর্শন-৩ হইতে ২ নং প্রতিপক্ষের ১৪-১১-৯১ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১২ নং প্রার্থীকে ও অন্যান্যদের ১৯৯১-৯২ মাড়াই মৌসুমে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে লেবার-কাম-ইক্ষু পাহারাদার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন।

প্রদর্শন-৪ হইতে ১ নং প্রতিপক্ষের ২৯-১০-৯২ ইং তারিখের পিএফ/১৬/ইক্ষু-নৈমিত্তিক/৯২ নং স্মারক। প্রদর্শন-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় ১ হইতে ৮ ও ১২ নং প্রার্থীকে এবং অন্যান্যদের ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে 'কাজ নাই বেতন নাই' ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে আখ ক্রয় শুরুর পূর্বদিন হইতে ৬০ দিনের জন্য নিয়োগ প্রদান করেন। প্রার্থীগণের দাখিলী উপরের আলোচিত কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু কিছু প্রার্থীকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ মাড়াই মৌসুমে সম্পূর্ণ নৈমিত্তিক ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করা হয়। আমাদের আলোচনা মতে প্রার্থীগণ সকল প্রার্থীগণের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীগনের কেহই অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রমিক নহেন। 'কাজ নাই বেতন নাই' এর ভিত্তিতে নিয়োগের অর্থ হইল তাহারা যে যে দিন কাজ করিবেন, সেই সেই দিনের বেতন বা মজুরী পাইবেন এবং কাজ না থাকিলে তাহাদেরকে কাজে নিয়োগ করা হইবে না।

প্রার্থীগণের বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণ ও আরও কিছু পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান না করায় তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাদেরকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না মর্মে প্রকাশ করায় তাহারা অত্র মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ এই যে, তাহারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদেরকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে লোকবল কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনুমোদিত সেটআপের ১৭৪২ জনবল হইতে ১০৯৮ নিয়োগদান করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ২২-১০-৯২ ইং তারিখের বি, এস, আই, সি/বিডি/ডিএন/০৩/(২৬)/৩৪৩ নং স্মারকবলে লোকবল কমানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই দপ্তরাদেশ মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্যদের ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ দান করা হয় নাই। উক্ত দপ্তরাদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন লোকবলের ক্ষেত্রে স্থায়ী/মৌসুমী/নৈমিত্তিক পদে নূতন নিয়োগ বন্ধ থাকিবে, ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি বন্ধ থাকিবে এবং কৃষি খামারসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক ন্যূনতম ২০% হারে হ্রাস করিতে হইবে এবং সুষ্ঠু তদারকীর মাধ্যমে তাহাদের কাজ নিশ্চিত করিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। প্রার্থীগণ ও প্রতিপক্ষগণের মামলার বর্ণনা অনুসারে এবং প্রার্থী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে প্রার্থীগণকে ১ নং প্রতিপক্ষ মাড়াই মৌসুমে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগ প্রদান করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ৬০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগদান করেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইতে পারি যে, প্রার্থীগণের কেহই স্থায়ী কর্মচারী নহেন এবং তাহারা কেহই মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নাই এবং তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে (কাজ নাই বেতন নাই) নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই প্রতিপক্ষগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% হারে হ্রাস করিয়াছেন, যাহার ফলে প্রার্থীগণসহ অন্যান্যরাও ১৯৯৩-৯৪ সালের মাড়াই মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই অভিমত পোষণ করিতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সেই মোতাবেক প্রার্থীগণসহ অন্যান্য কিছু লোককে নিয়োগদান করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের অভিযোগ মতে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ না পাওয়ায় প্রতিপক্ষগণের কার্যাবলীকে অবৈধ বলা যায় না।

প্রার্থীগণ তাহাদের মূল আবেদনের ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, তাহারা গত ৫ বৎসর হইতে ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার ফলে তাহাদেরকে হঠাৎ করিয়া কর্মচ্যুতি চলতি বিধানমতে অন্যায় ও বেআইনী হইতেছে। প্রার্থীগণের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থীগণের আর চাকুরীর বয়সসীমা নাই, যাহার ফলে তাহারা যে কোন স্থায়ী চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা হারাইয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরকে তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীগণকে রংপুর সুগার মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ আখ মাড়াই মৌসুমে (৪ বছর) দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। অত্র মামলার শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর অক্টোবর এর শেষ/নভেম্বরের প্রথম হইতে আখ মাড়াই মৌসুম শুরু হয় এবং তাহা পরবর্তী বৎসরের মার্চ/এপ্রিল মাসে মৌসুম শেষ হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রার্থীগণ যাহারা ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে নিয়োগ পত্র পাইয়াছিলেন তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের জন্য নিয়োগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়োগ স্থায়ী/অস্থায়ী/ক্যাজুয়াল ছিল না। তাহাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে ছিল। সুতরাং প্রার্থীগণ যে কোন সময় তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া তাহাদের সুবিধামত স্থায়ী নিয়োগপত্র পাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে তাহারা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিপক্ষগণ তাহাদের নিয়োগদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীগণ তাহাদের আনীত প্রতিকার হিসাবে পূর্ব মৌসুমের ন্যায় নিয়োগ লাভ দাবী করিতে পারেন না।

প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে নির্দেশকমূলক আদেশের প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে অত্র মামলা করেন। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে কোন প্রার্থনা করেন নাই বা উক্ত ধারা মতে প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রতিপক্ষের নিকট কোন অনুযোগ দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। প্রার্থীগণের প্রার্থনা অনুসারে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাই তাহারা বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর সকল সুবিধা পাইবার আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বর্তমান শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অপরদিকে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে কেবলমাত্র বরখাস্তকৃত ও চাকরী হইতে অবসানকৃত শ্রমিকগণ শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীগণের মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের প্রতি সম্মান রাখিয়া প্রার্থীগণসহ আরও কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে ১৯৯৩-৯৪ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগদান করেন নাই। প্রার্থীগণ প্রতিপক্ষের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ ২২-১০-৯২ ইং তারিখে প্রদত্ত) সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনয়ন

করেন নাই। সুতরাং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের প্রতি প্রদত্ত লোকবল কমানোর নির্দেশ বা আদেশ যথারীতি বহাল থাকিয়া যায়। যতক্ষণ উক্ত আদেশ বহাল থাকিবে ততক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রার্থীগণের অত্র মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার আইনের চোখে রক্ষণীয় নহে। অধিকন্তু বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২২-১০-৯২ ইং তারিখের আদেশ প্রতিপক্ষগণের উপর বাধ্যকর। প্রার্থীগণ রংপুর সুগার মিলের মহা-ব্যবস্থাপক, ম্যানেজার (কৃষি), ম্যানেজার (প্রশাসন) ও ম্যানেজার (অর্থ) এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক নির্দেশক আদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র মামলার প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। প্রার্থীগণ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের স্থায়ী আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না চাওয়ায় এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে অত্র মামলায় পক্ষ না করায় প্রার্থীগণের প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত কোন অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। তাই অত্র মামলায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন একটি আবশ্যকীয় পক্ষ এবং সেই কারণে প্রার্থীগণের অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রার্থীগণ অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ গত বৎসর ৭ জন নূতন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিয়া ৬ জনকে অর্থ বিভাগে এবং ১ জনকে ইক্ষু বিভাগে পোষ্টিং দিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আত্মীয়। প্রার্থীগণ উক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীপক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের পূর্বেই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীসহ কিছু মৌসুমী কর্মচারীকে নিয়োগদান করেন নাই। প্রার্থীগণ এমন কোন অভিযোগ করেন নাই যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থীগণকে বাদ দিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ কর্মচারীগণকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রতিপক্ষগণ তাহাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ মত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মৌসুমী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠতার কারণে প্রার্থীগণসহ অন্যান্য মৌসুমী কর্মচারীগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রার্থীগণ অত্র মামলায় তাহাদের প্রার্থীত প্রার্থনার আলোকে কোন মামলায় রক্ষণীয় মর্মে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

তাই আলোচ্য বিষয়টি প্রার্থীগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব এ, এইচ, এম, শফিকুর রহমান—মালিক পক্ষ।

২। জনাব আলাউদ্দিন খান—শ্রমিক পক্ষ।

শনিবার, ১৯শে অক্টোবর ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ৭০/১৯৯৩
রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**১ম পক্ষ।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১১০৯), মৌখাড়া হাট, বড়াইগ্রাম, নাটোর—**২য় পক্ষ।**

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০৯) প্রদান করা হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশক্রমে তাঁহার প্রতিনিধি একজন সহকারী শ্রম পরিচালক ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি ১-১০-৯৩ তারিখের সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং তিনি তদন্তকালে জানিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি ব্যবসায়ী ও অশ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত। ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ অস্তিত্ববিহীন ও ভুয়া শ্রমিক দেখাইয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করেন। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(বি) ধারা অনুযায়ী প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া ২য় পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন লাভ করায় তাহাদের ইউনিয়নটি বাতিলযোগ্য হইতেছে। ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া অশ্রমিক এবং ব্যবসায়ীদেরকে শ্রমিক বলিয়া দাবী করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেন এবং মিথ্যা তথ্যের উপর রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হওয়ায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের কারণ উদ্ভব হইয়াছে। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া ১ম পক্ষের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানি যৌথ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১ম পক্ষের অত্র মামলা করিবার কোন অধিকার নাই ও ১ম পক্ষের মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অচল।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষগণ ১ম পক্ষের অফিসে "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫ ধারার বিধান মোতাবেক ৫৫ জন শ্রমিকের ডি ফরম ও প্রয়োজনীয় রেজুলেশন এবং কাগজপত্রসহ একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। ১ম পক্ষ উক্ত অধ্যাদেশের ৬ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সরেজমিনে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন এবং ২৪-৭-৯৩ ইং তারিখে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। গত ১-১০-৯৩ ইং তারিখের সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া তদন্ত করিবার কোন অধিকার ১ম পক্ষের নাই বা এই ধরণের কোন পরিদর্শন বা তদন্ত হয় নাই। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের নিকট কোন পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন নাই। ২য় পক্ষের শত্রু পক্ষের লোকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ১ম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ২য় পক্ষের সদস্যগণ প্রত্যেকেই শ্রমিক এবং তাহারা কাজকর্ম করিয়া বা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। অত্র ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হইলে ইহার সদস্যগণ চরম বিপদের সম্মুখীন হইবেন। সুতরাং ১ম পক্ষের মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষ মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

অত্র মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের একমাত্র সাক্ষী আলমগীর হোসেন, সহকারী শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে ১ নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাদের পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শনি-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ২য় পক্ষে ১ম পক্ষের সাক্ষীকে জেরাও করা হয় এবং ২য় পক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ অত্র মামলায় অনুপস্থিত থাকেন।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষের ইউনিয়ন "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" একটি রেজিস্ট্রীকৃত ইউনিয়ন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন লাভের সময় প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিয়া রেজিস্ট্রেশন লাভ করেন। ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি প্রকৃত পক্ষে অশ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের শ্রমিক দাবী করিয়া রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করেন এবং এই সকল মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিয়া রেজিস্ট্রেশন পাওয়ায় ১ম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন। অপরপক্ষে ২য় পক্ষের বর্ণনা এই যে, সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন এবং ২য় পক্ষের সকল সদস্যগণই শ্রমিক। ১ম পক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন।

১ ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ১-১০-৯৩ ইং তারিখে ২য় পক্ষের মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তদন্ত করেন এবং জানিতে পারেন যে, উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নটি বস্তুতঃ মালিকদের ভুয়া শ্রমিক দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাহার তদন্তকালে মোমিন খান (সভাপতি) তাহাকে বলেন যে কুলি শ্রমিক চালাইতে নিজেদের শ্রমিক সাজিতে হয় এবং তখন ইদ্রিস আলী (সাধারণ সম্পাদক) উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, "জনাব আবদুল মোমিন খান আলিফ লাম ট্রেডার্স, লতা অয়েল মিল, লাকী অয়েল মিলসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং জনাব ইদ্রিস আলী জনতা রাইস মিলের মালিক। তিনি তদন্ত শেষে প্রতিবেদন (প্রদর্শন-১) দাখিল করেন। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষীকে ২য় পক্ষের জেরাকালে বলা হয় যে, জনাব আবদুল মোমিন ও জনাব ইদ্রিস আলীকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই এবং তাহাদের সাথে দেখা হয় নাই। কিন্তু ১ম

পক্ষের ১ নং সাক্ষী এই সমস্ত কথা অস্বীকার করেন। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আলমগীর হোসেন খান, সহকারী শ্রমিক পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১-১০.৯৩ ইং তারিখে মৌখাড়া হাট একতা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং তদন্তকালে তিনি উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আবদুল মোমিন খান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইদ্রিস আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদে তাহাকে জানান যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক চালাইতে হইলে শ্রমিক হইতে হয় এবং তাই তাহারা শ্রমিক। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী এই সকল বিষয় তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আঃ মোমিন খান এবং সম্পাদক জনাব ইদ্রিস আলী ১ম পক্ষের সাক্ষীর বক্তব্য অস্বীকার করিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী হলপান্তে আদালতে জবানবন্দী করিয়াছেন। তাহার জবানবন্দীতে তিনি প্রতিবেদন সমর্থন করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষী কেন এবং কি কারণে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন বা তিনি কেন ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিথ্যা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন সেই সম্পর্কে ২য় পক্ষে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই। সুতরাং ১ম পক্ষের ১ নং সাক্ষীর বক্তব্য এবং তদন্ত প্রতিবেদন অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাহা ছাড়া অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ অত্র মামলায় অনুপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ অত্র মামলায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আসিতেছেন না। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তাহাদের মামলার সমর্থনে বক্তব্য রাখিতে বা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না।

প্রদর্শন-২ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ মেসার্স আলিফ-লাম-মিম ট্রেডার্স এর একটি প্যাড। প্রদর্শন-৩ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ লাকী ষ্টোরের একটি ক্যাশ-মেমো। প্রদর্শন-২ ও ৩ হইতে প্রতীয়মান হয় মোঃ মোমিন খান লাকী ষ্টোরের মালিক এবং মোমিন উদ্দিন খান এন্ড ব্রাদার্স আলিফ-লাম-মিম ট্রেডার্সের মালিক। প্রদর্শন-৫ হইল মৌখাড়া বাজারস্থ মেসার্স মাহিনুর ট্রেডার্স এর চালান। প্রদর্শন-৫ হইতে প্রতীয়মান হয় মেসার্স মাহিনুর ট্রেডার্সের মালিক মোঃ ইদ্রিস আলী। ইহা সাক্ষ্য প্রমাণে এবং লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে মোঃ আঃ মোমিন খান এবং মোঃ ইদ্রিস আলী মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। উপরের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং তাহারা কোনক্রমেই শ্রমিক নহেন। সুতরাং ১ম পক্ষের মামলার বর্ণিত অভিযোগ সত্য এবং সুন্দর।

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই ধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যাইতে পারে যদি ট্রেড ইউনিয়নটি জালিয়াতি বা ভ্রম পূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন লইয়া থাকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে বিধিবদ্ধ সংখ্যক শ্রমিক শ্রম সংগঠন করিতে পারেন এবং সেই শ্রম সংগঠন রেজিস্ট্রেশন লাভ করিতে পারেন। অত্র মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক না হওয়ায় তাহাদের শ্রমিক সংগঠন করিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহারা জালিয়াতি ও ভ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত করিয়া রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের "মৌখাড়া হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COUR, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. A. H. M. Shafiqur Rahman—for the Employer.
2. Mr. Alauddin Khan—for the Labour.

Thursday, the 10th day of October, 1996.

I.R.O. Case No. 35/1994

Md. Abdul Khaleque, C.D.A. (Dismissed),
North Bengal Sugar Mills Ltd., Gopalpur, Natore,
Vill. Faridpur, P.S. Ishuardi, Dist. Pabna—*Petitioner.*

Versus

General Manager, North Bengal Sugar Mills Ltd., Gopalpur, Pabna—*Opposite Party.*

1. Mr. F.E.M. Asaduzzaman (Makhan)—Advocate for the Petitioner.

2. Mr. Mujibur Rahman Khan —Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This is an I.R.O. Case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

Facts leading for filing of this case by petitioner Md. Abdul Khaleque are, in short, that the petitioner had been working as C.D.A. in North Bengal Sugar Mills Ltd. of O.P. O.P. brought charge on 13-4-87 against the petitioner on false allegations that the petitioner disbursed chemical fertilizers and insecticides to 4 persons by creating bond and the O.P. held a false inquiry against the petitioner and dismissed him from service illegally on 15-6-88. In the dismissal order the O.P. directed the petitioner to receive his dues. Be it noted here that Entaj Ali and Akbor Ali of the 4 persons mentioned in the so called charge repaid the loan of the bond and the petitioner paid Tk. 8,000 in cash and Tk. 2,800 from his salary from repayment of loan of 2 other persons. The petitioner went to the Office of O.P. to receive his dues. In the mean time Personnel Officer of O.P. by his Memo No. Proha/Sram/Ba:nathi/84(Cane)/ 1801 dated 4-8-88 passed an order for payment of dues for 22 months salary, salary for 149 days earned leave and money of Provident Fund of the petitioner. The petitioner requested the authority orally and by submitting applications on 22-2-91, 10-3-91, 21-9-91 and 16-11-91 to clear his dues, but the petitioner failed. The petitioner came to learn from the office of the O.P. that his records were missing and his son Nazmul Haque would be dismissed from his casual job if he would press for his dues. The petitioner not clearance cartificate on 1-2-92 from other sactions, but the account section delayed in giving clearance certificate on false allegations. The petitioner sent legal notice on 9-6-94 to O.P. by registered post through his engaged Lawyer Mr. F:E.M. Asaduzzaman Khalifa. On having the legal notice the O.P. sent a letter to the petitioner on 29-6-94 directing him to pay Tk. 2,88,257·48 on false allegations. The O.P. did not inform the petitioner of the amount earlier. At the end of the season the Mill authority closes the accounts every year and the authority claimed the amount to the person concerned, if there is any due to him. The petitioner was not informed of the amount so claimed earlier. The petitioner only prepared loan bonds and he was not alone authorise to disburse loan. The petitioner is only maker of the loan bond. The concerned officer is responsibe for disbursement of loan. Hence the petitioner brought this case for an order directing the O.P. to give him Tk. 5,433 for his gratuity, earned leave, fringe benefit and provident fund.

O.P. has contested the case by filing a written statement danying the material allegations and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form.

Defence case is, in short, that sepcific charge for misappropriation of money of the Mill was brought against the petitioner, an Inquiry Committee was formed and the petitioner was directed to show cause. The Inquiry Committee held inquiry in presence of the petitioner and he was found guilty of the charge brought against him and he was discharged from service vide Memo No. Prosha/

Sram/Ba:Nothi/84(Cane)/1361 dated 15-6-88 and he was directed to receive his dues from account section of O.P. The petitioner could not file clearance certificate in the account section by collecting the same from other sections and as such his dues were not paid and on humanitarian ground an Inquiry Committee was formed on his prayer for an inquiry for payment of his dues. The Inquiry Committee held an inquiry in case of disbursement of loan by the petitioner and it was found that the petitioner misappropriated Tk. 50,941 by disbursing loan of Tk. 18,348 by six false loan agreements, Tk. 9,280 by six irregular loan agreements, Tk. 10,830 by supplying additional loan in kinds against six loan agreements and Tk. 12,483 by showing disbursement of 600 K. G. Urea, 120 K. G. T. S. P., 174 K. G. M. P. and 16 Pound Heptaclore without making any loan agreement. Moreover an amount of Tk. 2,37,316·48 was outstanding against 48 cane cultivators. Thus, an amount of Tk. 2,88,257·48 is recoverable from the petitioner and accordingly a letter under Memo No. Prosha/Sram/Ba:Nathi/Cane-84(Sthai)/2829 dated 29-6-94 sent to the petitioner. As per decision of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation Nazmul Haque, the sone of the petitioner and other casual labours were dismissed from the service. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order directing the O.P. to pay him Tk. 5,433 as Gratuity, Earned Leave, etc. as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

It is not disputed that petitioner Md. Abdul Khaleque was Cane Development Assistant of North Bengal Sugar Mills Ltd. under O.P. It is not also disputed that O.P. brought charges on 13-4-87 against the petitioner on the ground of loan disbursement of fertilizers and insecticides to 4 cane growers by creating bond and accordingly an inquiry was held against the petitioner and he was dismissed from service by O.P. vide his order dated 15-6-88 (Ext. 2) and the petitioner was directed to receive his dues, if any, from the Mill. Petitioner's contention is that 2 out of the 4 cane growers concerned repaid their loan of the bond and the petitioner collected and deposited Tk. 8,000 from other 2 cane growers and the authority adjusted the rest loan amounting to Tk. 2800 from his salary. The Personnel Officer of O.P. by his order under Memo No. Prosha/Sram/Ba:nathi-84/(Cane)/1801 dated 4-8-88 passed an order for payment of dues of 22 months salary, salary for 149 days earned leave and money of his Provident Fund to the petitioner. The petitioner requested the authority orally and by submitting applications for his dues. The petitioner came to learn that his records were missing. The petitioner got his clearance certificate on 1-2-92, but the Accounts Department delayed in giving the clearance certificate. The petitioner sent legal

notice through his engaged lawyer for payment of his dues and on having the same O.P. sent a letter to him on 29-6-94 directing him to pay Tk. 2,88,257·48 on false grounds. Then the petitioner brought this case. Defence case is that the petitioner could not file his clearance certificate from all concerned sections and accordingly his dues were not paid and an Inquiry Committee was formed on his prayer for payment of his dues. The Inquiry Committee, by holding an inquiry, opined that the petitioner misappropriated loan materials of Tk. 2,88,257·48 by creating and supplying loan materials to 48 cane cultivators and the petitioner was directed to deposit the same by letter dated 29-6-94. So the petitioner is not entitled to get relief as prayed for.

At the time of hearing of the case the petitioner examined himself as P.W. 1 and he submitted some documents which were marked Exts. 1, 2, 3, 4-4(Ga), 5, 6 and 7 and the same were admitted into evidence on admission. On the other hand the O.P. examined Md. Rahmat Ullah, Deputy Chief Personnel Officer, North Bengal Sugar Mills Ltd. as D.W. 1 and documents marked Ext. Ka was admitted into evidence on admission.

In view of the cases of the parties we are to see whether the petitioner is entitled to get an order directing the O.P. for payment of his dues. Admittedly the petitioner was dismissed from his service by the O.P. after holding an inquiry against him for disbursement of loan to 4 cane growers. Ext. 1 appears to show that the petitioner was directed to show cause as to why he should not be punished according to law for disbursement of loan to 4 cane growers Golzar, Alamgir, Akbor Ali and Entaj Ali. The petitioner alleges that 2 out of the 4 loanees paid their loan amount and he collected and deposited Tk. 8,000 from 2 other loanees and the rest loan of them were adjusted from his salary. The petitioner has not filed any paper to show that the loan amount of two growers was paid by them and the loan of other two growers was adjusted as per his version. The petitioner has no allegation against the inquiry held against him. So we see here that the petitioner was rightly dismissed from his service by order dated 15-6-88 (Ext. 2) Ext. 2 appears to show that the authority directed the petitioner to receive his dues, if any, from the Mill authority by submitting clearance certificate from all concerned departments/sections. Admittedly the petitioner did not get his dues and he approached before the authority for the same and he could not succeed to receive his dues for his failure to receive the clearance certificate from Accounts Department. The O.P.. asto impediment regarding payment of his dues, states that an inquiry was held for this purpose and at the time of inquiry it was found that he misappropriated loan materials of Tk. 2,88,257·48 by creating false, irregular loan agreements and disbursing loan materials to 48 cane growers. In this context the O.P. has only filed the photostat copy of an inquiry report (Ext. Ka) which shows that an inquiry was held against the petitioner by an Inquiry Committee consisting of 3 members including Mr. S. A. Monaem (D.C. C.D.O.), the Chairman of the Inquiry Committee. It appears from the report

(Ext. Ka) that the Inquiry Committee opined that an amount of Tk. 2,88,257·48 is recoverable from the petitioner for preparing 4 false loan bonds, 6 irregular and faulty loan bonds, addtitional payment of loan materials against 6 loan bonds, disbursement of loan materials without executing any loan bonds and for non-realisation of loan amount from 59 cane growers. In this case the defence has no case that the petitioner was directed to show cause as to why the petitioner misappropriated the amount stated above. The defence has no case that the petitioner was present at the time of inquiry held by the Inquiry Committee. The O.P. has not examined any of the members of the Inquiry Committee in question in support of the inquiry report (Ext. Ka). D.W. 1, who was examined in support of the report (Ext. Ka), stated, "প্রতি মৌসুম শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং অনাদায়ের জন্য হিসাব নিকাশ হয়। অনাদায়ী ঋণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক অভিযোগ আনা হয়।" In this instant case petitioner was suspended on 13-4-87 and a charge was brought against him on that day and he was dismissed from service on 15-6-88. The inquiry report (Ext. Ka) shows that the Inquiry Committee, after holding inquiry by dint of Memo No. Prosha/Sram/25/1720 dated 24-5-92 of the authority, submitted a report on 12-6-94. All these indicate that the inquiry was initiated long after the dismissal of the petitioner. As per statement of D.W. 1 it indicates that at the end of every season an account of disbursement of loan and its collection and unrealised loan is done and a charge is brought forthwith against the concerned employee for unrealised amount. We have seen earlier that the petitioner was suspended, an inquiry was held against him for his alleged (illegal) activities regarding disbursement of loan against 4 cane growers and he was dismissed from service on 15-6-88. So it is proved beyond reasonable doubt that the petitioner did not disburse or make any preparation for disbursing any loan materials to any cane grower after his dismissal. Every season starts at a particular time and it ends after a particular period in each year. Now a question arises as to why the O.P. slept for a long time after dismissal of the petitioner from his service and the O.P. directed his men for holding inquiry against the petitioner for alleged creation of false loan bonds and disbursement of additional loan materials and loan materials without making loan bonds. If we consider the statement of D.W. 1 who deposed on behalf of the O.P., we see that the O.P. has no legal basis to hold an inquiry against the petitioner after so many days. The O.P. has no satisfactory explanation as to why he woke up from his sleep to hold inquiry against the petitioner after so many days.

Ext. 3 is the Memo No. Prosha/Sram/Ba:nathi-84(Cane)/1801 dated 4-8-88 of the Personnel Officer, North Bengal Sugar Mills Ltd. Ext. 3 shows that the Personnel Officer observed that the petitioner was dismissed from service from 15-6-88 and he opined that the petitioner was entitled to Gratuity for 22 months, Provident Fund (as usual) benefit for 149 days. In this case the petitioner has prayed for amount of the benefit observed by the Personnel Officer of the Mill concerned. The Personnel Officer by his order (Ext. 3) also opined that the petitioner could received the same by submitting clearance certificate.

from the Department/Sections of the Mill. It is admitted that the petitioner could not file clearance certificate from all concerned Department/Sections and accordingly he could not receive the benefit of gratuity, etc. discussed above and accordingly the petitioner brought this case.

We have seen earlier that the Personnel Officer by his order dated 4-8-88 (Ext. 3) asked the petitioner to receive his benefit for the service tendered by him. We have seen earlier that the O.P. asked the Inquiry Committee consisting of 3 members to inquire the matter on 24-5-92 (Vide Ext. Ka). The O.P. has no explanation as to why the authority delayed in paying the petitioner his benefit. We have seen earlier that, the Inquiry Committee submitted report on 12-6-94. It indicates that the authority delayed the matter with a purpose and as such the same was not fair. So, in view of my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the petitioner has been able to prove that he was entitled to the benefits as observed by Personnel Officer of North Bengal Sugar Mills Ltd. by his order dated 4-8-88 (Ext. 3).

In this instant case the petitioner was dismissed from service after due inquiry on the allegation that the loan disbursed was not proper and the loan amount was not recovered and as such the petitioner was held responsible. In this case the O.P. examined Mr. Rahmatullah, Deputy Chief Personnel Officer of North Bengal Sugar Mills Ltd. According to him (D.W. 1) a charge was brought against C.D.A. (petitioner) and Assistant Cane Development Officer. According to him A. C. D. O. was also responsible for illegal, additional and false disbursement of loan. In answering a question D.D. 1 stated that the inquiry was held against A.C.D.O. and he is still in service. As per case of the defence the petitioner was held responsible for loan of Tk. 2,88.257·48 for illegal, additional and false disbursement of loan to 59 cane growers. D.W. 1 stated in his deposition that some amount was realised from A.C.D.O. It indicates that some portion of Tk. 2,88.257·48 was realised from A.C.D.O. concerned. Now a question arises asto why the petitioner will be held responsible for the entire amount stated in the report (Ext. Ka). All these indicate that the O.P. did not deal with the matter properly.

It appears from the record that the O.P. filed hazira of Mr. Rahmatullah, Deputy Chief Personnel Officer (D.W. 1) on 21-7-96. But on that day the O.P. did not examine him and a petition was filed on his behalf praying for adjournment on the ground that the witness (Mr. Rahmatullah) present in the Court could not prepare himself to depose in the case this petition speaks a volumn that the witness (Mr. Rahmatullah) present in the court was not aware of the case and he was not competent to depose in support of the case of O.P.. It is strange enough to note that on the following date (12-8-96) of hearing the O.P. filed hazira of the witness same (Mr. Rahmatullah) and he (Mr. Rahmatullah) deposed in this case. In answering questions put by the defence D.W. 1 stated that he could not record the date, month of his joining in the Sugar Mill concerned. He also

stated that he did not know asto when the charge was framed against the petitioner and one of the members who held inquiry against the petitioner is still in service in the North Bengal Sugar Mills Ltd. D.W. 1 also stated that at the time of the dismissal of the petitioner from service in 1988 he was not in North-Bengal Sugar Mills Ltd. and he had no personal knowledge of the charge brought against the petitioner. D.W. 1 also stated that he did not state anything regarding the investigation held against the petitioner. All the statements of D.W. 1 prove beyond all reasonable doubt that he knew nothing of this case or he (D.W. 1) deposed falsely though he was sent by O.P. to depose in this case inspite of competent and reliable witness (one of the member of the Inquiry Committee) was availables in the North Bengal Sugar Mills Ltd. All these indicate that the O.P./authority of the North Bengal Sugar Mills Ltd. did not take this case as a serious one and accordingly as routine duty he sent an Officer (D.W 1) who had no idea of this case without sending the concerned available witness in the North Bengal Sugar Mills Ltd. It indicates that the O.P. has no headache to conduct any case for the interest of Mills concerned.

The petitioner has filed this case U/S 34 of the Industrial Relation Ordinance, 1969. It is in evidence that the petitioner is a dismissed worker and as such he is not in service. The learned advocate appearing on behalf of the O.P. referred me to a ruling reported in 31 D.L.R. at page 240. In the case of Sonali Bank and others Versus Abdul Barek Sarder and another their lordships held that a dismissed worker can not maintain an application U/S 34 of the I.R.O., 1969. Same principle has been enunciated in the case of Assistant Electrical Engineer Versus Chittagong Labour Court and another reported in 30 D.L.R. at page 211 that a worker dismissed from service, if dismissal is not related to any industrial dispute, can not maintain an application U/S 34, of I.R.O. In a case of G.M. Hotel Intercom Versus Second Labour Court and another reported in 28 D.L.R. at page 160 their lordships held that an industrial dispute can only being raised by Collective bargaining agent or employer in the manner prescribed in the Industrial Relations Ordinance. In this instant case the petitioner was dismissed from service after due inquiry. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was not dismissed in relation to any industrial dispute. So, the case U/S 35 is not maintainable. In view of my above findings I hold that the petitioner is not entitled to the relief as the case is not maintainable in its present form.

In view of my above findings II hold that the petitioner is not entitled to get an order prayed for and the case is liable to be dismissed.

The learned members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the I.R.O. Case is dismissed on contest against O.P. without any order asto cost.

Sudhendu Kumar Biswas

Chairman,

Labour Court Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৭১/৯৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
দিনাজপুর সরকারী খাদ্যগুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৫০৯), কাচারী রোড, জিনাজপুর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ ৩০-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ দিনাজপুর সরকারী খাদ্যগুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫০৯) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ইং ২-২-৮৬ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৭-৮-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১১০২ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ দিনাজপুর সরকারী খাদ্যগুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন ২-২-৮৬ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিকাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৭-৮-৯৬ ইং তারিখের ১১০২ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৫ সনের রিটার্ন এর স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র প্রদর্শন না করা এবং ইউনিয়ন অফিসের অস্তিত্ব না থাকার কারণে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের দিনাজপুর সরকারী খাদ্যগুদাম, শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫০৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬২/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৬৫), দুর্গানগর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ—১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৫, তারিখ ৩০-১১-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল

হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৬৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ৩-১২-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২৬ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই এবং ইহা ছাড়াও ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়ন ৩-১২-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪২৬ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনি-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনি-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের দুর্গানগর মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি নং রাজ-৯৬৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

দেওয়ান দেলওয়ার হোসেন, (অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক), (উপ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত)
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।